لا إله إلا الله محمد رسول الله

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

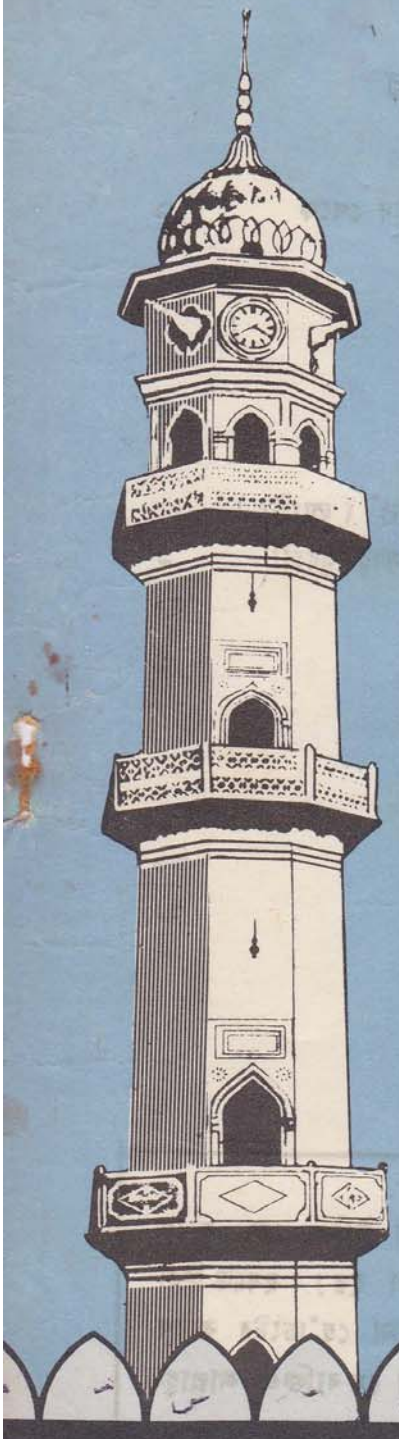

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

নব পর্যায়ে ৫৪তম বর্ষ ।। ২য় সংখ্যা

২৯শে মুহার্‌রম, ১৪১৩ হিঃ ।। ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৯৯ বাংলা ।। ৩১শে জুলাই ১৯৯২ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশ ১৫ পাউণ্ড ।।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ২য় সংখ্যা (৫৪তম বর্ষ) পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ
অনুবাদ : মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ৩

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
অনুবাদক : জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৪

জুমু'আর খুতবা
হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)
অনুবাদ : মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, সদর মুরব্বী ৯

উলামায়ে ইসলামের নিকট কতিপয় জিজ্ঞাসা ২৭

রাজা বা রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে সত্যের প্রচার
আলহাজ্জ আহমদ সেলবর্ষী ২৮

মতামত
মাওলানা মোহাম্মদ আলী ৩২

সংবাদ ৩৬

সম্পাদকীয় ৩৯

কালামুল ইমাম

"প্রত্যেক মানুষের নিজের আমলসমূহের তদারকী এমনভাবে করা উচিৎ এবং সাথে সাথে দোয়াও করা উচিৎ যাতে ওগুলো অপরের পদস্খলনের কারণ না হয়! হযরত ঈসা (আঃ) উক্ত বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি কারও জন্যে হোঁচটের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তার মা যদি তাকে জন্ম না দিত তবেই ভাল হতো কেননা সে ব্যক্তিও আল্লাহ্‌-তা'লা কর্তৃক ধৃত হবে।"

(হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) ২৮-৬-৯২ তারিখের খুতবা দ্রষ্টব্য)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

৫৪তম বর্ষ : ২য় সংখ্যা

৩১শে জুলাই, ১৯৯২ইং : ৩১শে ওয়াফা, ১৩৭১ হিঃ শামসী : ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ

কুরআন মজীদ

সূরা আল্‌-বাকারা—২

২৩১। অতঃপর, যদি সে স্ত্রীকে (উক্ত দুই তালাকের সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়ার পর তৃতীয়) তালাক (২৮৩) দেয় তাহা হইলে ঐ স্ত্রী ইহার পর তাহার জন্য বৈধ হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অপর স্বামীকে বিবাহ করিবে, ইহার পর সেও যদি তাহাকে তালাক দেয়, তাহা হইলে তাহাদের দুইজনের পুনরায় প্রত্যাবর্তন করায় কোন পাপ হইবে না, যদি তাহারা উভয়ে মনে করে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ রক্ষা করিতে পারিবে। আর এইগুলি আল্লাহ্‌র সীমা, যাহা তিনি জ্ঞানীগণের জন্য সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেন।

২৩২। এবং যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তালাক দাও এবং তাহারা তাহাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করার শেষ সময়ে পৌঁছে, (২৮৩-ক) তখন তোমরা তাহাদিগকে ন্যায়সঙ্গতভাবে (২৮৪) রাখ অথবা ন্যায়সংগতভাবে তাহাদিগকে বিদায় দাও; এবং তোমরা তাহাদিগকে কষ্ট দিয়া আটকাইয়া রাখিও না, যাহাতে তোমরা (তাহাদের উপর) অত্যাচার করিতে পার। এবং যে এইরূপ করে সে নিজের আত্মার উপরই অত্যাচার করে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র আদেশসমূহকে উপহাসের ক্ষেত্র করিও না; এবং তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে স্মরণ কর এবং উহাকে, যাহা তিনি তোমাদের উপর অবতীর্ণ করিয়াছেন—কিতাব এবং হিকমত যদ্বারা তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দান করেন। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী। ১৩ রুকু

২৮৩। এই আয়াতে তৃতীয় এবং শেষবারের 'তালাক' এর কথা বলা হইয়াছে। ইহার পর মুহূর্ত হইতে স্ত্রীর সহিত পুনর্মিলনের আর কোন অধিকার থাকিল না। তবে

(টিকা অপর পৃঃ দ্রষ্টব্য)

২৩৩। এবং যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তালাক দাও এবং তাহারা তাহাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করার শেষ সময়ে পৌঁছে তখন তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের স্বামীদের (২৮৫) সহিত বিবাহ করিতে বাধা দিও না যদি তাহারা ন্যায়সংগতভাবে পরস্পর সম্মত হয়। এই আদেশ দ্বারা তোমাদের মধ্য হইতে ঐ ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে যে আল্লাহ্‌র উপর এবং শেষ দিবসের উপর ঈমান আনে। ইহা তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা বরকতপূর্ণ এবং সর্বাপেক্ষা পবিত্র; প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ জানেন আর তোমরা জান না।

যদি এমনটি ঘটে যে, তাহার পরিত্যক্ত স্ত্রী অন্য কাহাকেও বিবাহ করিল এবং স্বামীও তাহাকে তালাক দিল কিংবা মারা গেল, তখন পূর্ববর্তী স্বামী তাহার মত নিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে পারে। ইসলামে তালাকের আইনে এই ধারাটি সন্নিবিষ্ট থাকায় একদিকে যেমন বিবাহের গুরুত্ব, গাম্ভীর্য ও পবিত্রতা প্রতিপন্ন হয়, তেমনি অন্যদিকে একটি দূরতম সুযোগও রাখা হইল, যাহাতে সেই দম্পতি যাহারা এক সময় একত্রে বাস করিয়াছে, তাহারা ইচ্ছা করিলে পুনরায় একত্রিত হইতে পারে।

২৮৩-ক। 'বালাগাল আজালা' অর্থ তাহার নির্ধারিত সময় শেষ হইয়া আসিল, বা নির্ধারিত সময় পূর্ণ করিল। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা সকলেই একমত যে, এখানে প্রথমোক্ত অর্থটিই প্রযোজ্য (কুরতুবী)।

২৮৪। প্রসঙ্গ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, এখানে যে তালাকের কথা বলা হইয়াছে, তাহা প্রত্যাহারযোগ্য তালাক। প্রত্যহারযোগ্য তালাক ঘোষণার পর দুইটি পথ খোলা থাকে: (১) স্বামী তাহার স্ত্রীকে রাখিয়া দিতে পারে, তবে স্ত্রীর সহিত ভাল ও উদার ব্যবহার করিতে হইবে, (২) স্বামী তাহাকে (স্ত্রীকে) নিজের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিতে পারে। এই ক্ষেত্রেও সে উদারতা ও শালীনতার সহিত তাহাকে বিদায় দিবে। উভয় অবস্থায়ই স্ত্রীর সহিত স্বামীর দুর্ব্যবহার নিষিদ্ধ। তদুপরি স্ত্রীকে ঝুলন্ত ও অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া রাখাও নিষিদ্ধ।

২৮৫। এই আয়াতে "স্বামীদের" বলিতে তালাক-প্রাপ্তাস্ত্রীগণের আপন আপন স্বামীকে অথবা ভাবী-স্বামীকে বুঝাইতে পারে। প্রাক্তন স্বামী বুঝাইলে, "এবং যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তালাক দাও" বাক্যাংশটি প্রথম ও দ্বিতীয় তালাকের প্রতি ইঙ্গিত করে। আর যদি ভাবী-স্বামী বুঝাইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত বাক্যাংশটি তৃতীয় ও শেষ তালাক নির্দেশ করে। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের অভিভাবক পূর্ব স্বামীর সহিত (পূর্বোক্ত বিধি মোতাবেক) তাহার পুনর্বিবাহে বাধা দিতে পারে না এবং তাহার ভূতপূর্ব স্বামী তাহাকে নূতন স্বামী গ্রহণে বাধা দিতে পারে না।

হাদিস শরীফ

কুরআনের গুরুত্ব

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

কুরআন ঃ

و قال الرسول يا رب ان قومى اتخذوا هذا القران مهجورا (فرقان ٣١)

অর্থাৎ এবং এই রসুল বলিবে, হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমার জাতি এই কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তু বানাইয়া লইয়াছে। (সূরা ফুরকান : ৩১)

হাদীস ঃ

ياتى على الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه و لا يبقى من القران الا رسمه.....الخ (مشكوة جلد ١ ص ٣٨)

অর্থাৎ মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলি অবশিষ্ট থাকবে.....শেষ পর্যন্ত। (মিশকাত : প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৮)

ব্যাখ্যা : কিয়ামতের দিন যখন মানবজাতি বিচারের জন্য একত্রিত হবে সেদিন কুরআন সাক্ষ্য দিবে যে, হে খোদা! যাদের তুমি কল্যাণের উৎস কুরআন দিয়েছিলে তারা আমায় পরিত্যাগ করেছিল যদ্দরুন আজ তাদের জন্য বিচার চাচ্ছি। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলেছেন, মুসলমানদের উপর এমন এক সময় আসবে যখন কুরআন শুধু অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে কুরআনের উপর আমল থাকবে না।

ইহা চিরন্তন নিয়ম যে, জাতি যদি তার আইন ও সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি হতে সরে পড়ে তখন সেই সমাজটি ধ্বংসের দোর গোড়ায় এসে পৌঁছায়। কুরআনকে আল্লাহ্-তা'লা তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারীদের জন্য شفاء অর্থাৎ নিরাময়দাতা বলে অভিহিত করেছেন। বিদায় হজ্জে আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলেছিলেন, তোমরা যদি কুরআনকে ধরে রাখো তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। কিন্তু পরিতাপ আমাদের জন্য যে, এরূপ স্পষ্ট আদেশ থাকা সত্বেও আমরা সেই আদেশকে অমান্য করেছি ও করছি! এই আদেশ অমান্য করার দরুনই আজ আমরা সমগ্র বিশ্বে নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত। যেখানে অঙ্গীকার রয়েছে যে,

و انتم الاعلون ان كنتم مومنين (سورة العمران ١٣٩)

(অবশিষ্টাংশ ৮ম পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভূঁইয়া

(২৪তম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

তৃতীয় অধ্যায়

ঐ সকল লোকের বর্ণনা করা হইতেছে, যাহারা খোদাতা'লার নিকট হইতে পরিপূর্ণ ও স্বচ্ছ ওহী লাভ করিয়া থাকেন এবং পরিপূর্ণভাবে বাক্যালাপ ও সম্বোধনের সম্মান লাভ করেন। তাঁহাদের স্বপ্নও উষার আলোর ন্যায় সত্য হয়। তাঁহারা খোদাতা'লার সহিত পরিপূর্ণ ও পরম ভালবাসার সম্পর্ক রাখেন। তাঁহার ঐশী প্রেমের অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া যান এবং তাহাদের প্রবৃত্তিগত অস্তিত্ব তাঁহার জ্যোতির স্ফুলিঙ্গে জ্বলিয়া সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

জানা উচিত, খোদাতা'লা নেহায়েত দয়ালু ও করুণাময়। যে ব্যক্তি তাঁহার দিকে সততার সহিত নির্মল চিত্তে অগ্রসর হয়, তিনি ইহার চাইতেও অধিক স্বীয় সততা ও নির্মলতা তাহার উপর প্রকাশ করেন। তাঁহার দিকে সরল অন্তঃকরণের সহিত পদক্ষেপকারী কখনো বিনষ্ট হয় না। খোদাতা'লার মধ্যে বড় ভালবাসা, বিশ্বস্ততা, আশীষ, কল্যাণ ও অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করার গুনাবলী আছে। কিন্তু ঐ ব্যক্তিই এইগুলিকে সম্পূর্ণরূপে দেখিতে দেখিতে পায়, যে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার প্রেমে বিভোর হইয়া যায়। তিনি বড়ই দয়ালু ও করুণাময়, ঐশ্বর্যশালী ও স্বনির্ভর। অতএব যে ব্যক্তি তাঁহার পথে মৃত্যু বরণ করে সে ব্যক্তিই তাঁহার নিকট হইতে জীবন লাভ করে।

খোদাতা'লার সহিত পরিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনকারীগণের সহিত ঐ ব্যক্তির সাদৃশ্য আছে, যে প্রথমে দূর হইতে আগুনের আলো দেখে এবং অতঃপর উহার নিকটবর্তী হয়। এমন কি ঐ আগুনে সে নিজেই প্রবিষ্ট হইয়া যায় এবং সমস্ত দেহ পুড়িয়া যায় আর কেবলমাত্র আগুনই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। এইভাবে পরিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনকারীগণ দিন দিন খোদাতা'লার নিকটবর্তী হইতে থাকেন। এমন কি খোদা-প্রেমের অগ্নিতে তাঁহাদের সম্পূর্ণ সত্তা পুড়িয়া যায় এবং জ্যোতির স্ফুলিঙ্গে তাহাদের প্রকৃতিগত অস্তিত্ব জ্বলিয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়

এবং উহার স্থান অগ্নি দখল করিয়া নেয়; পবিত্র খোদা প্রেমের দরুনই এই চরম পরিপূর্ণতা অর্জিত হয়। খোদাতা'লার সহিত কাহারো পরিপূর্ণ সম্পর্ক আছে কি না ইহার বড় লক্ষণ এই যে, তাহার মধ্যে খোদায়ী গুণাবলী সৃষ্টি হইয়া যায়। জ্যোতির স্ফুলিংগে তাহার মানবীয় দুর্বলতা জ্বলিয়া তাহার মধ্যে এক নূতন সত্তার সৃষ্টি হয়। তাহার মধ্যে এক নূতন জীবন উদ্ভাসিত হয়, যাহা পূর্বের জীবন হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ লোহাকে যখন আগুনে প্রবিষ্ট করানো হয় এবং আগুন ইহার অণু পরমাণুর উপর পূর্ণ প্রাধান্য লাভ করে তখন ঐ লোহা সম্পূর্ণরূপে আগুনের আকার ধারণ করে। কিন্তু এই কথা বলা যায় না যে, ইহা আগুন, যদিও ইহা আগুনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। অনুরূপভাবে ঐশী-প্রেমের স্ফুলিংগ আপাদমস্তক যাহাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে সেও ঐশী-জ্যোতির বিকাশস্থল হইয়া পড়ে। কিন্তু এই কথা বলা যাবে না যে, সে খোদা হইয়া গিয়াছে। বরং সে খোদার দাস, যাহাকে ঐ আগুন নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। ঐ আগুনের প্রাধান্যের পর তাহার মধ্যে পূর্ণ প্রেমের হাজার হাজার লক্ষণাবলী সৃষ্টি হইয়া যায়। ইহা কেবল একটি লক্ষণ নহে, যাহা বিচক্ষণ ব্যক্তি ও সত্যান্বেষীর নিকট সন্দেহজনক মনে হইতে পারে বরং ঐ সম্পর্ক শত শত লক্ষণাবলীর সহিত সনাক্ত করা হইয়া থাকে।* উপরে বর্ণিত লক্ষণাবলী ছাড়াও করুণাময় খোদা স্বীয় বাগ্মিতাপূর্ণ ও মধুর বাক্য মাঝে মাঝেই তাঁহার মুখে জারী করিয়া থাকেন, যাহা নিজের মধ্যে খোদায়ী প্রতাপ, বরকত ও অদৃশ্যের খবরের পরিপূর্ণ শক্তি ধারণ করে। ইহার সহিত একটি জ্যোতিঃ থাকে যাহা বলিয়া দেয় যে, ইহা বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা, সন্দেহপূর্ণ নহে। ইহার মধ্যে একটি স্বর্গীয় ঝলক থাকে এবং ইহা পঙ্কিলতামুক্ত হইয়া থাকে। কোন কোন সময় বরং অধিকাংশ সময় এই বাক্য কোন জবর দখল ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত সম্পৃক্ত থাকে এবং ইহার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের গণ্ডী অত্যন্ত বিস্তৃত ও সার্বজনীন হইয়া থাকে। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী গুরুত্ব ও পরিধির দিক হইতে এবং অবস্থার দিক হইতে অনন্য হইয়া থাকে। কেহ ইহাদের দৃষ্টান্ত পেশ করিতে পারে না। এইগুলি খোদা-ভীতিতে পূর্ণ থাকে এবং চরম ও পরম কুদরতের দরুন খোদার চেহারা ইহাদের মধ্যে প্রকাশিত হয়। তাহার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ গণকদের ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় হয় না। বরং ইহাদের মধ্যে ভালবাসা ও গ্রহণযোগ্যতার চিহ্নাবলী থাকে এবং ইহারা খোদার সমর্থন ও সাহায্যে পরিপূর্ণ

---

* পরিপূর্ণ সম্পর্কের একটি বড় লক্ষণ এই যে, যেভাবে প্রত্যেক বস্তুর উপর খোদার প্রাধান্য আছে, তদ্রূপে তিনি প্রত্যেক দুশমন ও মোকাবেলাকারীর উপরও প্রাধান্য রাখেন।

كتب الله لاغلبن انا و رسلى

(সূরা আল মুজাদালা : ২২)

অর্থ : আল্লাহ্ ফয়সালা করিয়া লইয়াছেন : নিশ্চয় আমি এবং আমার রসূলগণই বিজয়ী হইব। —অনুবাদক)।

থাকে। কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার নিজের সম্পর্কে, কোন কোনটি তাহার সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে, কোন কোনটি তাঁহার বন্ধু-বান্ধব সম্পর্কে, কোন কোনটি তাঁহার দুশমন সম্পর্কে, কোন কোনটি সাধারণভাবে গোটা পৃথিবী সম্পর্কে এবং কোন কোনটি তাঁহার স্ত্রী ও আত্মীয় স্বজন সম্পর্কে হইয়া থাকে। তাঁহার উপর ঐ সকল বিষয় প্রকাশিত হয়, যাহা অন্যদের উপর হয় না। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীতে অদৃশ্যের দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়, যাহা অন্যদের জন্য খুলিয়া দেওয়া হয় না। খোদার বাক্য তাঁহার উপর ঐভাবে অবতীর্ণ হয়, যেভাবে খোদার পবিত্র নবী ও রসূলগণের উপর অবতীর্ণ হয়। ইহা সন্দেহ হইতে পবিত্র ও বিশ্বাসযোগ্য হইয়া থাকে। এই সম্মান তো তাঁহার মুখকে দেওয়া হইয়া থাকে। গুরুত্ব ও পরিধির দিক হইতে এবং অবস্থার দিক হইতে এইরূপ দৃষ্টান্তহীন বাক্য তাঁহার মুখে জারী করা হয় যে, পৃথিবী তাঁহার মোকাবেলা করিতে পারে না। তাঁহার চক্ষুকে কাশ্‌ফী শক্তি দান করা হয়। ইহা দ্বারা তিনি গুপ্ত হইতে গুপ্ততর বিষয়সমূহ দেখিয়া নেন। কোন কোন সময় লিখিত বর্ণনা তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে পেশ করা হয়। তিনি মৃতদের সহিত জীবিতদের ন্যায় সাক্ষাৎ করেন। কোন কোন সময় হাজার হাজার ক্রোশ দূরের বস্তু তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে এইরূপে আসিয়া পড়ে, যেন ইহা তাঁহার পায়ের নীচে পড়িয়া আছে।

অনুরূপভাবেই তাঁহার কানকেও মধুর আওয়াজ শুনার শক্তি দান করা হয়। অধিকাংশ সময় তিনি ফেরেশ্‌তাদের আওয়াজ শুনিয়া থাকেন এবং অস্থিরতার সময় তাহাদের আওয়াজে সান্ত্বনা লাভ করেন। ইহার চাইতেও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোন কোন সময় জড়বস্তু বৃক্ষরাজি ও জীব-জন্তুর আওয়াজ তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া যায়। দার্শনিকেরা কাষ্ঠ নির্মিত স্তম্ভের বিলাপকে অস্বীকার করে। তাঁহারা নবীগণের ইন্দ্রিয় শক্তি সম্পর্কে অনবহিত। অনুরূপভাবে তাঁহার নাককেও অদৃশ্যের সুগন্ধের ঘ্রাণ লওয়ার শক্তি দেওয়া হয়। কোন সময় তিনি শুভ সংবাদ সম্পর্কিত বিষয়সমূহের ঘ্রাণ লইয়া থাকেন এবং মন্দ বিষয়সমূহের দুর্গন্ধ তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া যায়। অনুরূপভাবে তাঁর হৃদয়কে দূরদৃষ্টির শক্তি দান করা হয় এবং অনেক বিষয় তাঁহার হৃদয়ে প্রোথিত হইয়া যায় এবং তাহা সঠিক হয়। অনুরূপভাবে শয়তান তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করা হইতে রক্ষিত হইয়া যায়। কেননা তাঁহার মধ্যে শয়তানের কোন অংশ থাকে না। উচ্চ পর্যায়ের 'ফানা-ফিল্লাহ' (আল্লাহ্‌তে বিলীন) হওয়ার দরুণ তাঁহার কথা সব সময় খোদার কথা হইয়া থাকে এবং তাঁহার হাত খোদার হাত হইয়া থাকে। যদিও তাঁহার উপর বিশেষভাবে ইলহাম নাও হয়, তবুও তাঁহার মুখে যাহা কিছু জারী হয় তাহা তাঁহার তরফ হইতে নহে, বরং খোদার তরফ হইতে হয়। কেননা তাঁহার প্রবৃত্তিগত অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে জ্বলিয়া যায় এবং তাঁহার জাগতিক অস্তিত্বের উপর এক মৃত্যু নামিয়া আসার পর তাঁহাকে এক নূতন ও পবিত্র জীবন দান

করা হয়, যাহার উপর সর্বদা আল্লাহ্‌র জ্যোতিঃ প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে। অনুরূপভাবে তাঁহার কপালে জ্যোতিঃ দান করা হয়, যাহা খোদা-প্রেমিক ব্যতীত আর কাহাকেও দান করা হয় না। কোন কোন বিশেষ সময়ে ঐ জ্যোতিঃ এইভাবে চমকায় যে এক কাফেরও তাহা অনুভব করিতে পারে। বিশেষভাবে ইহা এরূপ সময়ে সংঘটিত হয় যখন তাঁহাকে নির্যাতিত করা হয় এবং খোদার সাহায্য লাভ করার জন্য তিনি তাঁহার (খোদার) প্রতি মনোনিবেশ করেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র ঐ কবুলিয়্যতের সময়টা তাঁহার জন্য একটি বিশেষ সময় হইয়া থাকে এবং খোদার জ্যোতিঃ তাঁহার কপালে নিজ প্রভা প্রকাশ করে।

অনুরূপভাবে তাঁহার হাত পা ও সমস্ত শরীরে একটি আশীষ প্রদান করা হয়, যাহার দরুন তাঁহার পরিহিত বস্ত্রও পবিত্র হইয়া যায়। অধিকাংশ সময় তিনি কোন ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে বা তাঁহার গায়ে হাত রাখিলে ইহা ঐ ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বা দৈহিক রোগ মুক্তির কারণ সাব্যস্ত হয়।

অনুরূপভাবে তাঁহার বাসগৃহকে অতি সম্মানিত ও প্রতাপশালী খোদা আশীষমণ্ডিত করেন। ঐ গৃহ বিপদ আপদ হইতে রক্ষা পায়। খোদার ফেরেশ্‌তা উহার হেফাযত করেন।

অনুরূপভাবে তাহার শহর বা গ্রামকেও বরকত ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে ঐ মাটিকেও কিছুটা বরকত প্রদান করা হয়, যাহার উপর তিনি পদক্ষেপ করেন।

অনুরূপভাবে অধিকাংশ সময় এই পর্যায়ের লোকগণের বাসনাগুলিও ভবিষ্যদ্বাণীর রূপ ধারণ করে। অর্থাৎ যখন তাঁহাদের অন্তরে গভীরভাবে কোন কিছু খাওয়ার বা পান করার বা পরার বা দেখার বাসনা সৃষ্টি হয় তখন ঐ বাসনা ভবিষ্যদ্বাণীর রূপ ধারণ করে এবং যখন সময়ের পূর্বেই তাঁহাদের অন্তরে ব্যাকুলতার সহিত কোন কিছু পাওয়ার বাসনা জাগ্রত হয় তখন ঐ বস্তু তাহাদিগকে প্রদান করা হয়।

অনুরূপভাবে তাঁহাদের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিও ভবিষ্যদ্বাণীর রূপ ধারণ করে। সুতরাং যে সকল ব্যক্তির উপর তাঁহারা রাজী ও সন্তুষ্ট হন তাহাদের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যপূর্ণ হওয়ার সুসংবাদ পাওয়া যায়। যাদের উপর তাঁহারা ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হন তাহাদের ভবিষ্যৎ পতন ও ধ্বংসের এক দলিল হইয়া পড়ে। কেননা 'ফানা ফিল্লাহ' হওয়ার দরুণ তাঁহারা খোদার আস্তনায় থাকেন। তাঁহাদের সন্তুষ্টি ও অভিসম্পাত খোদার সন্তুষ্টি ও অভিসম্পাত হইয়া থাকে। ইহা তাঁহাদের আত্মার প্রেরণার দরুন হয় না; বরং খোদার পক্ষ হইতে তাঁহাদের মধ্যে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়।

অনুরূপভাবে তাঁহাদের দোয়া ও তাঁহাদের মনোযোগও সাধারণ দোয়া ও মনোযোগের ন্যায় হয় না; বরং ইহাদের মধ্যে একটি গভীর প্রভাব থাকে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, যদি ইহা আল্লাহ্‌র অমোঘ ও অটল বিধান না হয় এবং তাহাদের মনোযোগ সকল শর্তসহ ঐ বিপদ দূর করার জন্য নিবদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে খোদাতা'লা ঐ বিপদ দূর করিয়া দেন, যদিও এক ব্যক্তি বা কয়েক জনের উপর ঐ বিপদ অবতীর্ণ হইতে পারে, বা একটি দেশের উপর ঐ বিপদ অবতীর্ণ হইতে পারে, বা যুগের বাদশাহের উপর ঐ বিপদ অবতীর্ণ হইতে পারে। বিষয়টির গূঢ় রহস্য এই যে, তাঁহারা নিজেদের অস্তিত্ব বিসর্জন দেন। এই জন্য অধিকাংশ সময় তাঁহাদের ইচ্ছা খোদাতা'লার ইচ্ছার সহিত এক হইয়া থাকে। সুতরাং কোন বিপদ দূর করার জন্য তাঁহাদের মনোযোগ যখন গভীরভাবে নিবদ্ধ হয় এবং ব্যাথাবিদুর চিত্তে তাঁহার আল্লাহ্‌ যে, অনুমোদন চাহেন তাহা পাওয়া যায়, তখন আল্লাহ্‌র বিধান এইভাবে কার্যকর হয় যে খোদা তাঁহাদের দোয়া শুনেন এবং এমনটি হয় যে, খোদা তাঁহাদের দোয়া রদ করেন না। কখনো কখনো তাঁহাদের দাসত্ব প্রমাণ করার জন্য দোয়া শুনা হয় না, যাহাতে পাছে অজ্ঞ লোকদের দৃষ্টিতে তাঁহারা খোদার অংশীদার সাব্যস্ত হইয়া না পড়েন। ঘটনাক্রমে যদিও বিপদ নামিয়া আসে, যাহাতে মৃত্যুর চিহ্নাবলী প্রকাশিত হয়, তবে অধিকাংশ সময়ে আল্লাহ্‌র রীতি ইহাই যে, ঐ বিপদে বিলম্ব হয় না। এইরূপ সময়ে আল্লাহ্‌র অনুগৃহিত বান্দাদের নীতি ইহাই যে, তাঁহারা দোয়া পরিহার করেন এবং ধৈর্য ধারণ করেন। এইরূপ সময়ে দোয়া করাই দোয়ার উৎকৃষ্ট সময় যখন হতাশার উপকরণসমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না এবং এইরূপ লক্ষণাবলী দেখা দেয় না যাহাতে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, এখানে বিপদ দরজায় দাঁড়াইয়া আছে এবং কথায় বলা যায় যে, ইহা অবতীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেননা আল্লাহ্‌র অধিকাংশ বিধান এইরূপ যে যখন খোদাতা'লা একটি আযাব (শাস্তি) অবতীর্ণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন তিনি স্বীয় ইচ্ছা ফিরাইয়া নেন না। (হকিকাতুল ওহী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ) (ক্রমশঃ)

(৩য় পাতার পর)

অর্থাৎ যদি তোমরা মোমেন হও, তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে। (আলে ইমরান: ১৪০) আজ যদি আমরা গভীরভাবে নিজেদের বর্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করি তাহলে সহজেই জানতে পারব যে আমাদের এরূপ দুরবস্থার কারণ একমাত্র কুরআনকে পরিত্যাগ করা। আসুন আমরা পবিত্র কুরআনকে শিখি, জানি ও নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করি। আমীন।

জুমুআর খুতবা

হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[৩১শে জানুয়ারী, ১৯৯২ তারিখে লণ্ডনের মসজিদে ফযলে প্রদত্ত]

মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী
সদর মুরব্বী

আহ্‌মদীয়া জামা'ত এবং জুমুআর মাঝে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। জুমুআর প্রতিষ্ঠার উপরে আমাদের সমস্ত উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভরশীল। নিজেরাও জুমুআয় উপস্থিত হোন আর সন্তানদেরকেও সংগে নিয়ে আসুন। আমি জোর দিয়ে বলছি যে, আপনারা যুগ-খলীফার খুতবা শুনুন এবং তদ্দ্বারা উপকৃত হোন এবং তারপর সংক্ষিপ্ত 'মসনুন' (সুন্নত সম্মত পদ্ধতিতে) খুতবা দিয়ে জুমুআর নামায আদায় করুন।

তাশাহুদ তাআওউয ও সূরা ফাতেহা তেলাওয়াতের পর হুযুর (আইঃ) নিম্নলিখিত কুরআনী আয়াতদ্বয় পাঠ করেন:

(১) هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون ۔ সূরা সাফ

(২) هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله و كفى بالله شهيدا ۔ সূরা ফাতাহ

হুযুর (আইঃ) বলেন: যে দুটি আয়াত আমি তেলাওয়াত করলাম এদের প্রথমটি সূরা সাফের অন্তর্ভুক্ত এবং এটি সূরা সাফের ১০ম আয়াত। দ্বিতীয় আয়াতটি সূরা ফাতাহ থেকে নেয়া। সূরা সাফের আয়াতটিতে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌তা'লা সেই সত্তা যিনি তাঁর এই রসূল অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-কে হেদায়াত ও সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন ليظهره على الدين كله যেন তিনি এই সত্য ধর্মকে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মমতের উপর বিজয়ী করে দেন। و لو كره المشركون মুশরিকরা যতই ইহা অপসন্দ করুক না কেন। এই একই আয়াত সূরা তওবায় হুবহু একই শব্দাবলীসহ বিদ্যমান। কিন্তু সূরা ফাতাহ তে এই আয়াতটি সামান্য পার্থক্য সহ নাযেল হয়েছে। সূরা ফাতাহর ২৯নং আয়াত যা আমি তেলাওয়াত করেছি তাতে আল্লাহ্‌ বলছেন: আল্লাহ্‌ সেই সত্তা যিনি এই রসূল অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-কে হেদায়াত ও সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন যেন তিনি এই ধর্মকে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মমতের উপর বিজয় দান করেন। শেষে বলেছেন, وكفى بالله شهيدا আর আল্লাহ্‌র চেয়ে বড় অন্য কোন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী হতে পারে না। এই তকদীর যে অবশ্যই পূর্ণ হবে

তার জন্য আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যই যথেষ্ট। দুনিয়ার কোন শক্তি এই তকদীরকে পরিবর্তন করতে পারবে না।

এই ভবিষ্যদ্বাণীর সম্পর্ক হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের সাথে সম্পর্কিত। অতীতের সকল তফসীরকারকগণ হয় নিজেরা এ কথা লিখেছেন কিংবা অন্যদের তফসীরে এ কথা পড়ে তাঁরা এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন নি যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মসীহ (আঃ)-এর আগমনের সাথে অর্থাৎ তাঁর দ্বিতীয় আগমনের সাথে এবং ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সাথে সম্পৃক্ত। আগমনকারী মসীহ ও মাহ্‌দী (আঃ)-এর যুগে সমগ্র বিশ্ববাসীকে এক ধর্মে একত্রিত (জমা) করা হবে। যে কাজের সূচনা হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর মাধ্যমে হয়েছিল সেই কাজ তাঁরই পূর্ণতম অনুসারী এবং প্রতিবিম্ব হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে পূর্ণতা ও সমাপ্তি লাভ করবে। অর্থাৎ মসীহ ও মাহদী (আঃ)-এর মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীকে জমা করা নির্দ্ধারিত ছিল। সূরা জুমুআয় হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর রূপক আগমনের মাধ্যমে 'জমা' বা একত্রীকরণের যে বিষয় উল্লেখিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, আগমনকারী দু'টি যুগকে একত্রিত বা 'জমা' করবেন। আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন: وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا অর্থাৎ সে এমন মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হবে যার আগমনে স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর দ্বিতীয় আবির্ভাবের সমমর্যাদা রাখবে। তিনি হুযুর (সাঃ)-এর অনুসরণে এবং তাঁরই সূচনাকৃত কাজকর্মকে সম্পূর্ণ করতে আসবেন। তিনি 'আখারীন'দের (পরবর্তী যুগেরলোক) অন্তর্ভুক্ত লোকদের আওয়ালীনদের (অর্থাৎ প্রথম যুগের সাহাবীদের) সাথে একত্রিত করে দেবেন অর্থাৎ 'জমা' করে দিবে। সুতরাং সূরা জুমুআয় বর্ণিত 'জমা' বা একত্রীকরণের বিষয়টি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে গভীরভাবে জড়িত ও ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই দাবী হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) কেবল নিজেই করেন নি বরং তাঁর পূর্বের বড় বড় মুফাস্‌সেরীন ও চিন্তাবিদগণ এই কথাই লিখে গেছেন। সবার আগে আমি আপনাদের সামনে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। তিনি বলেন: "আল্লাহ্‌তা'লা নেয়ামতকে পূর্ণতা দান করেছেন, এটি হচ্ছে সেই ধর্ম যার নাম তিনি 'ইসলাম' রেখেছেন। আবার যে দিন নেয়ামত পূর্ণতা লাভ করে সেই জুমুআও নেয়ামতের অন্তর্ভুক্ত। এটি ইঙ্গিত বহন করছিল যে, পুনরায় যে নেয়ামত পূর্ণতা لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ এর আকারে হওয়ার কথা সেটিও এক মহা জুমুআ হবে। সেই 'জুমুআ' এখন এসে গেছে। কেননা আল্লাহ্‌তা'লা 'জুমুআ'কে প্রতিশ্রুত মসীহর আগমনের সাথে বিশেষভাবে সংযুক্ত করেছেন।" .....হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আরও বলেন, এটি সেই যুগ যে যুগের ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর নবী রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাধ্যমে

(যেন তিনি তাঁর ধর্মকে পৃথিবীর সব ধর্ম মতের উপর বিজয় দান করেন—অনুবাদক) আয়াতে করেছিলেন। এটি اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য নেয়ামতকে পূর্ণতা দান করলাম—অনুবাদক) আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর মাহাত্ম্য বর্ধনকারী যুগ এবং হেদায়াতের প্রচার সুসম্পন্ন করার মাধ্যমে পুনরায় নেয়ামতকে পূর্ণ করার যুগ। এটি সেই যুগ ও সেই 'জুমুআ' যখন و اخرين منهم لما يلحقوا بهم এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করছে। (অর্থাৎ একটি যুগে সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এর পতাকাতলে সমবেতকারী জুমুআ এক দুটি পৃথক যুগের মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাব ঘটেছে এবং সাহাবীদের একটি জামা'ত পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবারও নেয়ামতের পূর্ণতার সময় ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক মানুষ এ ব্যাপারে অবহিত আর ঠাট্টা বিদ্রূপ করার লোক অনেক। কিন্তু ঐ সময় সন্নিকট যখন খোদাতা'লা নিজ প্রতিশ্রুতি অনুসারে আত্ম প্রকাশ করবেন এবং তাঁর শক্তিশালী আক্রমণ দ্বারা প্রমাণ করবেন যে, তাঁর প্রেরিত সতর্ককারী সত্যবাদী। (মালফুযাত ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৩, ১৮৪)

পূর্বেকার মুফাস্‌সেরীনদের কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

এখন আমি আপনাদের সামনে পুরোনো মুফাস্‌সেরীনদের কতিপয় উদ্ধৃতি তুলে ধরছি যেগুলি হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর উপরোক্ত বক্তব্যকে জোড়ালোভাবে সমর্থন করে।

তফসীর কুরতুবীতে আলোচ্য ليظهره على الدين كله আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা আছে যে, قال ابو هريرة والضحاك هذا عند نزول عيسى عليه سلام وقال السدى ذالك عند خروج المهدى

(তফসীর কুরতুবী : ৮ম খণ্ড, সূরা তওবার সংশ্লিষ্ট আয়াত)। অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা এবং যেহাক বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা প্রদত্ত এই প্রতিশ্রুতি যে, তিনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) প্রবর্তিত ধর্মকে অন্যান্য সকল ধর্মমতের উপর জয়যুক্ত করবেন—এই অঙ্গীকার ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাবকালে এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে।

প্রকৃতপক্ষে এই দু'টি একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম। দু'পক্ষের এই কথাটি স্ববিরোধী নয়। বরং তাদের কথা প্রমাণ করছে যে, যে ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ওয়াদা পূর্ণ হবে তাঁর এক নাম মসীহ এবং অপর নাম মাহ্‌দী হবে।

হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি (রহঃ) তাঁর তফসীরে কবীরে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় যা লিখেছেন তার অনুবাদ আমি আপনাদেরকে পড়ে শুনাচ্ছি :

হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন যে, এই আয়াতে ليظهره على الدين كله প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে, সব ধর্মমতের উপর আল্লাহ্‌তা'লা ইসলামকে বিজয় দান করবেন

এবং এই প্রতিশ্রুতি আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর যুগে পূর্ণ হবে। এবং শেখ সাদী বলেছেন যে, এই ওয়াদা প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী (আঃ)-এর যুগে পূর্ণতা লাভ করবে (দেখুন তফসীরে কবীর ঃ ইমাম ফখরুদ্দীন রাযিঃ (রহঃ), ১৬শ খণ্ড তফসীরে সূরা তওবা আলোচ্য আয়াত)।

বালাকোটের শহীদ হযরত মৌলানা মোহাম্মদ ঈসমাইল সাহেব এই একই আয়াতের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, "এটি অতি পরিষ্কার বিষয় যে, ধর্মের সূচনা হযরত রসূলে মকবুল (সাঃ) দ্বারা হয়েছে কিন্তু এর পরিপূর্ণ অর্থাৎ প্রচারের পূর্ণতা মাহ্‌দী (আঃ)-এর মাধ্যমে হবে।' (দেখুন মনসবে ইমামত, মৌলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) পৃঃ ৭০ প্রকাশক আয়েনায়ে আদব, আনারকলি, লাহোর)

এখন আমি আপনাদের সামনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরব যার সাথে সাধারণ ভাবে আহমদীরাও পরিচিত নন। সেটি হল হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর একটি নাম জুমুআও বটে যা ভবিষ্যদ্বাণী আকারে তাঁকে দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ ইমাম মাহদী (আঃ) এর একটি নাম পূর্ব থেকেই জুমুআ উল্লেখ করা হয়েছে। ১৩০৭ হিজরীতে মৌলানা আবুল হাসনাত মুহাম্মদ আবদুল গফুর রচিত 'আন্‌নাজমুস সাকেব' পুস্তকের প্রথম খণ্ডে একথা লেখা আছে যে,

"মাহ্‌দী (আঃ)-এর কল্যাণময় নামসমূহের মধ্যে 'জুমুআ'' একটি কিংবা তাঁর পবিত্র সত্তার একটি পরিচায়ক ইঙ্গিত বিশেষ কিংবা মানুষদের একত্রিত করার কারণেই তাকে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে। .....হযরত ইমাম আলী তাকি (আঃ) [শিয়াদের ইমাম] বলেছেন, 'জুমুআ' আমার ছেলে হয়। (অর্থাৎ ইমাম মাহ্‌দী যার অপর নাম 'জুমুআ' সে আমার আধ্যাত্মিক ছেলে)। আর তাঁরই হাতে সত্যান্বেষী সত্যবাদীগণ একত্রিত হবেন.....সে সমস্ত ধর্মমতকে এক ধর্মে সমবেত করবেন এবং আল্লাহ্‌ তাঁর উপর নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করবেন এবং তাঁর মাধ্যমে সত্যকে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং মিথ্যাকে মিটিয়ে দেবেন এবং তিনি মাহ্‌দী হবে।"

আজকের জুমুআর ঐতিহাসিক গুরুত্ব

আজকের এই দিনটি আহমদীয়াতের ইতিহাসে একটি অতি মোবারক দিবস। এই জুমুআটি জামা'তের দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে একটি ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক রচনা করছে এবং জামা'তকে একত্রিত করার একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছে। জামা'তে আহমদীয়াই একমাত্র জামা'ত যা ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের সাহায্যে খুতবাসমূহের আওয়াজ কেবল একটি মহাদেশেই নয় বরং বেশ কয়টি মহাদেশের দূর দূরান্তের অঞ্চলসমূহ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। এটিও জমা বা একত্রীকরণ প্রক্রিয়ার একটি ধরণ। যেহেতু হযরত মসীহ মাওউদের (আঃ) যাতে একযুগে মানবজাতিকে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ

(সাঃ)-এর পতাকাতলে সমবেত করা নির্দ্ধারিত ছিল তাই এই সব বাহ্যিক চিহ্নাবলীও আহ্‌মদীয়া জামা'তের (প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত জামা'ত) পক্ষে প্রকাশ লাভ করেছে। অন্য কোন দল এই সৌভাগ্য লাভ করে নি অথচ আহ্‌মদীয়া জামা'ত একটি গরীব ও ছোট জামা'ত। আর এই জামা'তের বিপক্ষে যে শত্রু দণ্ডায়মান তারা পার্থিব দৃষ্টি কোণ থেকে এত শক্তিশালী আর এত বড় বড় রাজত্বের অধিকারী আর এত কোটি কোটি টাকার মালিক যে, সাধারণ মানুষ তা চিন্তাও করতে পারে না। এদিক থেকে বিচার করলে আজকের এই জুমুআ আহ্‌মদীয়া জামা'তের তথা হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা প্রকাশার্থে একটি মহানিদর্শন হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। মানবেতিহাসে প্রথম বার হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর এই নগণ্য সেবক এবং খলীফাতুল মসীহ এই তৌফীক লাভ করছে যে, আজ এমন এক জুমুআর খুতবা দিচ্ছে যা কেবল শব্দকেই নয় বরং ছবিসহ তা একটি শক্তিশালী মহাদেশে সম্প্রচারিত হচ্ছে। সেই মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এই খুতবার শব্দও প্রচারিত হচ্ছে আর সাথে সাথে ছবিও সম্প্রচারিত হচ্ছে। অর্থাৎ আজকের এই খুতবা টেলিভিশনের মাধ্যমে রাশিয়ার পূর্ব প্রান্ত অর্থাৎ ব্লাডিভষ্টক থেকে আরম্ভ করে ইউরোপের সবচেয়ে পশ্চিম প্রান্ত অর্থাৎ খুব সম্ভবতঃ ব্রিটেন বা আয়ারল্যাণ্ডের পশ্চিমাংশ হবে বা অন্য যে সর্ব পশ্চিমের দ্বীপগুলো রয়েছে (আমার এখন সঠিক মনে পড়ছে না) সেখান পর্যন্ত এই খুতবা টেলিভিশনের মাধ্যমে দেখা এবং শোনা যাচ্ছে। একইভাবে নরওয়ের উত্তরাঞ্চল থেকে আরম্ভ করে স্পেনের দক্ষিণাঞ্চল জিব্রাল্টার পর্যন্ত এই খুতবা শোনা ও দেখা যাচ্ছে। তুর্কিস্তানের যে অংশ ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত সেটিতেও এই খুতবা সম্প্রচারিত হচ্ছে। তাই আজকের দিনটি আমাদের আবেগের দিন থেকেও একটি হৃদয়স্পর্শী দিনও বটে। এটি কেবল আবেগের সাথে সম্পর্কিত ঘটনাই নয় বরং এর মাধ্যমে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার একটি মহা নিদর্শন প্রকাশ লাভ করেছে। কেননা পৃথিবীকে এসব উপকরণসমূহের মাধ্যমে একত্রিত করা, এবং এক ধর্মে জমা করা এবং খুতবার মাধ্যমে জুমুআর দিন একত্রিতকরণ এগুলো হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর আগমনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি হিসেবে নির্দ্ধারিত। আমি আগেই বলেছি, এই সব নির্দ্ধারিত ঘটনাসমূহ কুরআন শরীফে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ সূরা সাফ, সূরা তওবা ও সূরা ফাতাহ্‌তে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সম্পর্কিত যার একমাত্র বাস্তব রূপায়ণ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর অনুসারী আহ্‌মদীয়া জামা'ত। এই গৌরব এখন আহ্‌মদীয়া জামা'ত লাভ করে ফেলেছে এবং পৃথিবীর সমস্ত শক্তি সম্মিলিত ভাবেও এখন এই গৌরব আর আহ্‌মদীয়া জামা'ত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। খোদা-তা'লা এই পরম সৌভাগ্য যার ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন এখন দুনিয়ার সমস্ত শক্তিশালী রাজত্ব সম্মিলিত ভাবেও যদি চায় তবুও তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না। যে সাফল্য আহ্‌মদীয়া জামা'তকে আল্লাহ্‌ প্রদান করেছেন তা অর্জিত হয়ে গেছে। এখন অত্যাচারী ও

শত্রুতাপোষণকারী বিরোধীর জন্য কেবল হায় হুতাশ এবং কান্নাকাটির সুযোগটিই অবশিষ্ট রয়ে গেছে। তাদের আর কিছুই করার নেই।

আমাদের দোয়া

কিন্তু এ সাফল্যের কারণে শত্রু ক্রোধান্বিত হয়ে আরও রাগ প্রকাশ করবে আর পূর্বের চেয়ে আরও বেশী ঘৃণা প্রদর্শন করবে—এ কারণে আমরা মোটেও আনন্দিত নই। বরং আমরা দোয়া করি যে, বেশী বেশী গয়ের আহমদী মুসলমানদেরও যেন এসব খুতবা সরাসরি দেখার আর শোনার সৌভাগ্য হয়। এর ফলে আমাদের মাঝে বিরাজমান দূরত্বগুলো যেন কমে আসে, বিভেদগুলো যেন মিটে যায়। যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'লা সূক্ষ্ম অন্তঃদৃষ্টি প্রদান করেছেন তারা যেন কেবল কানে শুনেই ক্ষান্ত না হন বরং চোখে দেখে তারা যেন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এগুলো কি মিথ্যাবাদীদের মুখের কথাবার্তা নাকি সত্যবাদীদের কথপোকথন। এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'লা যেন তাঁদের জন্য হেদায়াতের নতুন নতুন ব্যবস্থা করেন। আমরা তখন খুশী হবো যখন এই নতুন উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে একটিও নেক আত্মা সত্যের দিকে ধাবিত হবে এবং সত্যের ক্রোড়ে স্থান লাভ করবে। তখন আমাদের জন্য আরেকটি জুমুআ অর্থাৎ ঈদের দিন হবে।

আহ্‌মদীয়া জামাত ও জুমুআর মাঝে একটি গভীর সম্পর্ক

জুমুআ সম্বন্ধে আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বাবলী সম্বন্ধে আমি এবার আপনাদের কিছু বুঝাতে চাই। আপনারা জানতে পারলেন, আল্লাহ্‌ তা'লার তকদীর দিবালোকের মত এ বিষয়কে পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, আহমদীয়া জামা'ত এবং জুমুআর মাঝে একটি অতি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। জুমুআর সাথে আমাদের ঐকটি ঐতিহাসিক সম্বন্ধ আছে, একটি সম্পর্ক বর্তমান যুগের আলোকে সৃষ্টি হয়েছে আর ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য কিছু কিছু ঘটনার সাথেও জুমুআর সম্পর্ক রয়েছে। এবং এসব তকদীর এমন গভীর ও ওতপ্রোতো-ভাবে জড়িত যার কারণে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, যেরূপ ইমাম মাহদী, ইমাম মাহদীও ছিলেন এবং জুমুআও ছিলেন তেমনি আহ্‌মদীয়া জামাতও একদিক দিয়ে আহমদীয়া জামা'ত আবার জুমুআ'ও বটে। সুতরাং আমাদের সমস্ত অস্তিত্ব জুমুআর সাথে সম্পর্কিত। আর আমাদের সব নেক কার্যক্রমের উত্তম পরিণতি এর সাথে সম্পর্ক-যুক্ত। এই দিনের প্রাপ্য দাবীসমূহ আমাদের অবশ্যই আদায় করতে হবে। যদি আমরা এ দিনের দাবী এবং হক আদায় না করি তবে আহমদীয়াত তার বরকত থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে না ঠিকই কেননা আল্লাহ্‌ কর্তৃক ধার্যকৃত তকদীর এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) প্রদত্ত সুসংবাদকে দুনিয়ার কোন শক্তি প্রতিহত করতে পারে না, কিন্তু কয়েকটি প্রজন্ম অবশ্যই এর কল্যাণ ও মঙ্গল থেকে বঞ্চিত হতে পারে। যে প্রজন্মের জন্য খোদা-তা'লা বরকতের পথসমূহ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তারা যদি এগিয়ে এসে সেই বরকতের

অংশীদার হওয়ার জন্য চেষ্টা না করে তবে তারা নিঃসন্দেহে বঞ্চিত হতে পারে। তাই আল্লাহ যেন আমাদের প্রজন্মকে বঞ্চিত প্রজন্মে রূপান্তরিত না করেন। কেননা আমাদের প্রত্যেকেই খোদা-তা'লা আসমান ও যমীনে অনবরত অনেক নিদর্শন দেখিয়েছেন। যখন থেকে আহমদীয়াত তার দ্বিতীয় শতাব্দীতে পদার্পণ করেছে আল্লাহ্ তা'লা নতুন নতুন মোজেযা কল্পনাতীতভাবে প্রকাশ লাভ করে চলেছেন। এবং এই নিদর্শনটিও (অর্থাৎ সেটেলাইটের মাধ্যমে সমগ্র ইউরোপে একযোগে খুতবা সম্প্রচার) একটি মহা নিদর্শন বরং এটি বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বর্ণিত নিদর্শনাদির মধ্যে এটি সবচেয়ে বড়। কেননা এই নিদর্শনটি ইসলামের বিজয়কে আহমদীয়াতের বিজয়ের সাথে এক অটুট ও স্থায়ী সম্পর্ক গেঁথে দিয়েছে।

জুমুআ সম্পর্কে ইতোপূর্বে আমি জামাতকে উপদেশ দিয়ে এসেছি, যে, আপনারা জুমুআর প্রাপ্য হক আদায় করুন। নিজেরা জুমুআতে উপস্থিত হোন এবং সন্তান-সন্ততিদেরও সঙ্গে করে জুমুআয় আসুন। যারা প্রত্যেক জুমুআয় উপস্থিত হবার সৌভাগ্য পান না (যেমন ইউ-রোপীয় দেশসমূহের কোন কোন স্থানে) তারা তিন জুমুআর মধ্যে কমপক্ষে একটিতে যেন অবশ্যই অংশ গ্রহণ করেন। যাদের বাচ্চারা স্কুল-কলেজের বাধ্যবাধকতার কারণে প্রত্যেক জুমুআয় অংশ নিতে একান্তই অপারগ তারাও যেন নিজ শিক্ষকদের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে নেয়। অন্যথায় আমি অভিভাবকদের বলেছিলাম যে, তারা যেন তিন জুমুআর মধ্যে অন্ততঃ একটি জুমুআয় তাদের বাচ্চাদের স্কুলে না পাঠান বরং জুমুআতে নিয়ে আসেন। আমি এই দিক-নির্দেশনা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর অতি পরিষ্কার কয়েকটি নির্দেশনার আলোকে প্রদান করেছিলাম এবং সে বিষয়েই আমি আরও কিছু আলোক-পাত করতে চাই :—

তিরমিযী শরীফের আবওয়াবুল জুমুআর বাব ماجاء فی ترک الجمعة من غیر عذر এর অধীনে হযরত আবু জা'দ যামরি (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে (হযরত আবু জা'দ যামরী মুহাম্মদ ইবনে উমরের (রাঃ) বর্ণনানুযায়ী সাহাবী ছিলেন এবং তাঁরই বরাতে হযরত আবু জা'দকে সাহাবী গণ্য করা হয়। তাই তাঁর নামের সাথে ব্র্যাকেটে একথা উল্লেখ করা হয় যে, অমুক কারণে তাঁকে সাহাবী মানা হয় তা না হলে প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত সাহাবীদের মাঝে তাঁর বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। যাই হোক, যে সব মুহাদ্দেসীন তাঁর বর্ণনা সংকলন করেছেন তাঁরা তাঁকে সাহাবী হিসেবেই গণ্য করেছেন।) তিনি বলেছেন যে, হুযুর আকরাম (সাঃ) বলেছেন যে, "যে ব্যক্তি এক নাগারে তিনটি জুমুআ আলস্য এবং গাফলতির কারণে কিংবা জুমুআকে অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার মনে করে পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ তা'লা তার হৃদয়ে উপর মোহরাঙ্কিত করে দিবেন।" আরেকটি রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, "যে পর পর তিনটি জুমুআ পরিত্যাগ করে সে মুনাফেক।" যে হাদীসের আমি উল্লেখ করলাম সেটি সুনানে আবু দাউদেও আছে, আন নাসাঈতেও আছে, ইবনে মাজাতেও

আছে, তিরমিযী শরীফেও আছে। তিরমিযী এই হাদীসকে 'হাসান' (অর্থাৎ উত্তমভাবে গ্রহণযোগ্য) বলা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বেশ কয়টি সনদ দ্বারা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য হাদীসের বইগুলোতে বার বার এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীসের প্রকৃত শব্দাবলী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। হুযুর (সাঃ) বলেছেন,

من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها

(তাহাউনান) শব্দের একটি অনুবাদ করা হয়, যে হালকা অপ্রয়োজনীয় মনে করে এবং গাফলতি করে জুমুআ বাদ দেয়া। تهاونا এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি জুমুআর ব্যবস্থাপনাকে (INSTIUTION-কে) 'তুচ্ছ জ্ঞান করে' জুমুআ বাদ দেয়। আমার কাছে এই দ্বিতীয় অর্থটি হাদীসে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সাথে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। কেননা হাদীসে 'শাস্তিটি' বড় কঠোর বলে বর্ণিত। কেবল আলস্যের কারণে কোন ফরয বাদ পড়লে এত কঠিন শাস্তি প্রদান করা সত্যিই আশ্চর্যজনক বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এর শাস্তি যখন হৃদয়ে মোহরাঙ্কন করা বলে বর্ণনা করা করা হয়েছে তাই সম্ভবতঃ এর অর্থ সাধারণ আলস্য ও গাফলতি হবে না বরং এর অর্থ হবে 'জুমুআকে' তুচ্ছ জ্ঞান করা বা তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখা। সুতরাং যারা ধীরে ধীরে জুমুআর কদর ভুলে যান আর মনে করেন যে, 'জুমুআতে উপস্থিত হওয়া বা না হওয়ার মাঝে কোন তফাতই নেই। পারলে উপস্থিত হলাম না পারলে হলাম না- তাতে কি আসে যায়? এ ধরণের মানুষদের জন্য এই হাদীসে বড় রকমের সাবধানবাণী রয়েছে।

আমরা অবশ্যই জুমুআর গুরুত্ব ও মর্যাদা পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করবো

আমরা অবশ্যই জুমুআর গুরুত্ব ও মর্যাদা পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করবো। কেননা, জুমুআর সাথে আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত। আমি কুরআন করীম এবং হাদীসের আলোকে একথা ভালভাবে তুলে ধরেছি যে, জুমুআর যে সব ফলাফল আমরা ভোগ করবো সেগুলো জুমুআর মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আমরা লাভ করতে পারবো। এবং আজকের এই জুমুআ এই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে একটি মহা পদক্ষেপ যা আমরা সামনের দিকে গ্রহণ করছি। ইউরোপীয় দেশসমূহে বিশেষভাবে এবং একইভাবে অন্যান্য পশ্চিমা দেশসমূহে আহমদীয়া জামাত বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং সেখানকার আহমদীদের অনেকে মসজিদের এত নিকটে বসবাস করেন না যে, বাস্তবে প্রতি জুমুআয় উপস্থিত হতে পারেন। বরং এমনও অনেকে আছেন যে, তাদের জন্য কোন একটি জুমুআতেও উপস্থিত হওয়া দুঃসাধ্য। আবার অনেকে সে সময়ে বিভিন্ন পেশাগত কাজে লিপ্ত থাকেন, বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িয়ে থাকেন। তাদের পক্ষে মধ্যাহ্ন খাবারের জন্য যে ছুটি দেয়া হয় সেটুকু সময়ে জুমুআতে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। তাই এর আগে আমি একথার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছি যে, আপনারা (অপারগ ব্যক্তিগণ) তিনটি জুমুআর অন্ততঃ একটিতে উপস্থিত

হওয়ার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করবেন যেন হযরত আকদাস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সতর্কবাণী লঙ্ঘনকারীদের আওতায় না পড়েন। এটি বড় দুর্ভাগ্যজনক কথা হবে যে, এই সতর্কীকরণ সত্বেও একদিকে এক ব্যক্তি জুমুআকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে আবার হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সতর্কীকরণের ধারও ধারে না। তাই আমি একবার উপরোক্ত তাহরীক করেছিলাম। ফলশ্রুতি স্বরূপ আল্লাহ্‌র ফযলে জামাত এ ব্যাপারে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। কয়েকজন তাদের চাকরী পর্যন্ত ছেড়ে দেয়। অনেক স্কুলের ছাত্র তাদের হেডমাষ্টারদেরকে বলে যে, স্কুল থেকে বের করে দিতে চাইলে দিন, কিন্তু তিনটি জুমুআর মধ্যে একটি জুমুআ আমরা অবশ্যই পড়তে যাব। অনেক জায়গা থেকে আমি এ সংবাদ পেয়েছি যে, শিক্ষকগণ এদের (আহমদী ছাত্রগণের) এই দাবী মেনে নিয়েছেন এবং ছাত্ররা দৃঢ়তার সাথে জুমুআর গুরুত্ব স্বীকার করিয়ে ছেড়েছে। কতিপয় আহমদী জুমুআর খাতিরে তাদের চাকরীতে ইস্তফা প্রদান করে আর আল্লাহ্‌ তা'লা তাঁদেরকে এমন সব নতুন চাকুরী দান করেন যেগুলোতে এই চুক্তি ছিল যে, জুমুআর দিন তারা অবশ্যই ছুটি পাবে। একজন আমাকে পত্রে জানিয়েছেন যে, 'আমার একটি চাকুরী গেলো ঠিকই কিন্তু তার পরিবর্তে যে চাকুরীটি পেয়েছি তাতে তিন দিন ছুটি রয়েছে।' অর্থাৎ জুমুআর দিনও ছুটি, শনিবার ও রবিবারও ছুটি। এভাবে তিনি সারাদিন ধর্মীয় কাজে ব্যয় করতে সক্ষম হলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, যারা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহ্‌ তা'লার পথে ত্যাগ স্বীকার করেন এবং ধর্ম সেবায় দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন আল্লাহ্‌ তাদের চেষ্টা কখনো বিফলে যেতে দেন না আর তাদের প্রতি সবসময়ে করুণার দৃষ্টি রাখেন এবং নিজ ফযল দ্বারা তাদের সমস্ত প্রয়োজনাদি তিনি নিজেই পূরণ করে দেন।

কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'লা এখন আমাদের জন্য আরেকটি সুবিধা সৃষ্টি করেছেন আর তাহলো ডিস এ্যান্টেনা (DISH ANTENNA) যার মাধ্যমে এই খুতবা দেখা ও শুনা সম্ভব। তার দাম ইংল্যাণ্ডে ৩০০ থেকে ৩৫০ পাউণ্ডের মত আর জার্মানীতে ১৫০ পাউণ্ডের সমপরিমাণ মার্কস। আজকেই জার্মানীর আমীর সাহেব ফ্যাক্স মারফত এই সংবাদ প্রেরণ করেছেন যে, জার্মানীতে যে সমস্ত মিশনারী রয়েছেন এমন মিশন হাউসগুলোতে ডিস, এ্যান্টেনা বসানো হয়ে গেছে। এবং আজকের এই খুতবা সেগুলোতে দেখা ও শুনা যাবে। এছাড়া তিনশ' জন আহমদী ডিস এন্টেনার জন্য আবেদন করেছেন। কেউ কেউ ইতোমধ্যে পেয়েও গিয়ে থাকবেন, অন্যরা সত্বর পেয়ে যাবেন। এমতাবস্থায় বেশী বেশী করে জুমুআর কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু এগুলো জামাতী নিযাম বা ব্যবস্থাপনার অধীনে স্থাপিত হতে হবে যেন প্রত্যেক আহমদী তার সুবিধাজনক সেন্টারে জুমুআর নামায আদায় করতে পারে। জুমুআ আদায়ের জন্য মসজিদ আবশ্যক নয়। বিভিন্ন নামাযের সেন্টারকে জুমুআর নামায আদায়ের কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু জুমুআর জন্য ইমাম নির্ধারিত হওয়া

আবশ্যক তা না হলে আমরা নিজেরাই একত্রিত থাকতে পারব না। আহমদীয়া জামাত কর্তৃক দুনিয়ার সামনে পরিবেশনকৃত ঐক্যের ব্যবস্থাপনা সবদিক দিয়ে জুমুআর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অর্থকে পূর্ণ করে। ইমামত একটি নিয়মের অধীনে থেকেও ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থাপনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তি যে ডিশ এন্টেনা কিনতে পারে সে ডিশ এন্টেনা কিনে নিজেই বাড়ীতে জুমুআ পড়ানো আরম্ভ করতে পারে না। এর ফলশ্রুতিতে একত্রি-করণ প্রক্রিয়ার স্থলে বিভক্তিকরণ প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যাবে। খুতবা শুনা একটি বরকতপূর্ণ কাজ। এটি বাড়ীতে বসে শুনা যায় এবং এর ভাল ফলাফলও হবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত নিযামে জামাতের পক্ষ থেকে জুমুআর কেন্দ্র ও জুমুআর ইমাম নির্ধারিত না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বাড়ীর নামাযকে জুমুআ আখ্যা দেয়া যাবে না। ইমামগণ আমীরের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হবেন। সবাই নিজের ইচ্ছামত ইমাম হতে পারবেন না।

সুতরাং জুমুআর এই নিগুঢ় অর্থ ও তত্ত্ব যুগের এই নতুন অধ্যায়ে পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হতে হবে। আজ কেবল ইউরোপ মহাদেশে এই খুতবা ধ্বনিত হচ্ছে কিন্তু ঐ দিন বেশী দূরে নয় বরং সমাগত প্রায় যেদিন বিভিন্ন মহাদেশকেও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর অনুসারীদের ধ্বনী ও ছবি দ্বারা একত্রিত করা হবে। এভাবে ক্রমান্বয়ে জুমুআর ব্যবস্থাপনা সারা বিশ্বে ছেয়ে যাবে। আর এ সাফল্য ভবিষ্যতে পূর্ণতা লাভকারী মহাসংবাদগুলোর আগ-আলামত রূপে সাব্যস্ত হবে। সুতারং দ্বিতীয় শতাব্দীর শিরোভাগে আহমদীয়া জামা'তের এই সফলতা একটি সামান্য আবেগপ্রসূত এক বিষয় নয় বরং বড় বড় ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার সূত্রপাত। আর দিন দিন এই চিহ্নাবলী আরও প্রকটরূপ ধারণ করবে এবং শক্তি-শালী হতে থাকবে।

জুমুআর গুরুত্ব সম্বন্ধে আরেকটি হাদীস হযরত সামুরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেছেন।

احضروا الجمعة وادنو من الامام ... وانه لمن اهله (مسند احمد حنبل)

জুমুআতে উপস্থিত হও এবং ইমামের কাছাকাছি বসো কেননা যে ব্যক্তি জুমুআ থেকে পিছিয়ে থাকে সে জান্নাত থেকে দূরে সরে যায় অথচ সে জান্নাত অর্জনের যোগ্যতা রাখে।

(হুযুর (আইঃ) উক্ত হাদীস সম্বন্ধে বলেন: হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়ার সময় লেখক মসনদে আহমদ বিন হাম্বলের প্রকাশ সন উল্লেখ করেন নি। মসনদ আহমদ বিন হাম্বল অনেক জায়গায় ছাপানো হয়েছে। প্রত্যেক মুদ্রণের ৫ম খণ্ড এবং ১০ম পৃষ্ঠায় এই হাদীস পাওয়া নাও যেতে পারে। তবে বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্যে জুমুআ সংক্রান্ত অধ্যায়ে (আবওয়াবুল জুমুআ) খুঁজলে এই হাদীসটি সহজেই পাওয়া যাবে।)

এগুলো অতি সাধারণ কয়েকটি শব্দ অথচ কত গভীর প্রজ্ঞার কথা এর মাঝে বর্ণিত হয়েছে! কথার ফাঁকে ফাঁকে তত্ত্বজ্ঞানের কি অফুরন্ত ভাণ্ডার বিতরণ করা হয়েছে! হুযুর (সাঃ) বলেছেন: ''জুমুআয় উপস্থিত হবে এবং ইমামের কাছে বসবে''। এদের পরস্পরের সাথে সম্পর্ক কি? আমি একটু আগেই বর্ণনা করেছি যে, 'জুমুআ'র সাথে ইমামের গভীর সম্পর্ক রয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে এমন ইমামের সাথে সম্পর্ক রয়েছে যাকে আল্লাহ মনোনীত করেন। আর ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর মাধ্যমেই জুমুআ পরিপূর্ণ অর্থে তার সমস্ত অন্তর্নিহিত ও প্রকাশ্য বরকতসহ মুসলমানদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হবার কথা ছিল এবং এথেকে মধ্যবর্তী কালের মানুষের বঞ্চিত থাকা নির্ধারিত ছিল। যে সব মহান কার্যক্রম হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) সূচনা করে গেছেন সেগুলো তারই পূর্ণ আনুগত্যকারী 'ইমাম মাহদী' (আঃ)-এর মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করা অবধারিত ও নির্ধারিত ছিল। সুতরাং জুমুআর সাথে ইমামতের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে যা হুযুর পাক (সাঃ) 'জুমুআয় উপস্থিত হও এবং ইমামের কাছাকাছি বস'—এ কথার মাঝে বর্ণনা করেছেন। সাধারণ কয়েকটি কথার মাঝে প্রজ্ঞার কত গভীর ভাণ্ডার পুঞ্জীভূত করে দেয়া হয়েছে! আঁ-হযরত (সাঃ)-এর হাদীসকে যে ভাষা ভাষা দৃষ্টিতে পড়ে তার অবস্থা ঠিক ঐ ব্যক্তির অনুরূপ যে সমুদ্রকে কিংবা ভূ-পৃষ্ঠকে ভাষা ভাষা দৃষ্টিতে দেখে অতঃপর চোখ ফিরিয়ে নেয়। সে বেচারা জানতেই পারে না সমুদ্রের তলে কত মনি-মুক্তা, কত ভাণ্ডার লুকিয়ে আছে। এমন অনেক মরুময় ভূমি আছে যার নীচে আল্লাহ্তা'লা অফুরন্ত নিয়ামত সাজিয়ে রেখেছেন। মরুভূমিতে প্রাকৃতিক তেলের প্রস্রবণ (খনি) রয়েছে। জেনে রাখুন এ বিশ্ব জগৎ এক জীবন্ত খোদার প্রকাশক আর হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) সেই জীবন্ত খোদার ঐশী জ্যোতিঃ প্রকাশক ছিলেন এবং থাকবেন। তাই তাঁর (সাঃ) কথাগুলো হালকাভাবে দেখা মানুষের নিজ প্রাণের উপর এক যুলুম বিশেষ (এক বিরাট বঞ্চনা বিশেষ)। দেখুন, উপরোক্ত হাদীসে কথাপ্রসঙ্গে হুযুর (সাঃ) বলেছেন: 'জুমুআয় উপস্থিত হবে এবং ইমামের নিকটে বসবে'। এই দু'টি কথাকে মিলিয়ে দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে, প্রকৃতপক্ষে ইমামের কাছে আসার অর্থই হল জুমুআ অর্থাৎ একীভূত হওয়া। একজন ইমাম দ্বারাই পৃথিবীতে ইসলামের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, এছাড়া 'ঐক্যের' ও 'একতার' দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই। সেই অর্থেই হুযুর (সাঃ) বলেছেন যে, কেবল বাহ্যিক উপস্থিতির মাধ্যমেই নয় বরং জুমুআর অন্তর্নিহিত গভীর তত্ত্বের উপর দৃষ্টি রেখে ইমামের কাছে উপস্থিত হয়ে জুমুআকে সর্বাত্মকভাবে প্রতিষ্ঠা কর। এই পন্থায়ই তোমরা সত্যিকারের জুমুআর সৌভাগ্য লাভ করবে।

হুযুর (সাঃ) আরও বলেছেন: 'যে ব্যক্তি জুমুআ থেকে পিছিয়ে যায় সে জান্নাত থেকেও দূরে সরে যায়'। এর সম্পর্ক আগের দুটি কথার সাথে জড়িত। যে জুমুআ থেকে পিছিয়ে যায় তার অন্তরে ধীরে ধীরে মরিচা ধরতে আরম্ভ করে এবং যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও

পরিণামে সে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। একইভাবে যে ইমাম থেকে পিছিয়ে যায় তার মনেও কালক্রমে মরিচা ধরে যায় এবং তার মাঝে এক দূরত্বের সৃষ্টি হয়। নানা কুধারণার প্রতি সে ঝুঁকতে আরম্ভ করে। সে যদি আধ্যাত্মিকতা লাভ করার যোগ্যও হয়ে থাকে তবুও নিজ প্রাণের উপর এই যুলুম করার ফলে সে তার এই যোগ্যতার ভাল ফলাফল থেকে বঞ্চিত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, হুযুর আকরাম (সাঃ) কেবল জুমুআর বাহ্যিক উপস্থিতির উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেননি বরং জুমুআয় উপস্থিত হয়ে তার গভীর তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করার উপর জোর দিয়েছেন এবং এই তত্ত্বের গভীরে পৌঁছে জুমুআর সার্বজনীন কল্যাণ দ্বারা উপকৃত হবার দিক-নির্দেশনা দান করেছেন।

জান্নাত লাভের 'যোগ্যতা' প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে যে, যারা ইমামের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন (এই হাদীসে তাদেরই কথা বলা হয়েছে) তাদের সবাইকে আল্লাহ্‌-তা'লা জান্নাত লাভের যোগ্যতা দান করেন এবং এই যোগ্যতার সূচনা এই সম্পর্কের কারণেই ঘটে। সুতরাং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জামা'তে প্রবেশ করার অর্থ 'যোগ্যতা'র সার্টিফিকেট নয় বরং এটি যোগ্য ব্যক্তিদের জামাতে প্রবেশ করার ঘোষণা মাত্র। ভর্তি হবার পর অনেকগুলো শর্ত রয়েছে যেগুলো পূরণ করতে হয় এবং সেগুলোর মধ্যে ইমামের নৈকট্য লাভও একটি শর্ত রাখা হয়েছে। প্রকৃত জুমুআ অর্জন কর, জুমুআর মর্যাদা মনে রেখো। জুমুআতে উপস্থিত হও। এই দিনের (জুমুআর) বরকত ও আশীষসমূহের উল্লেখ হাদীসে এত বিস্তারভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কেবল এই বিষয়েই একটি পূর্ণ পুস্তক রচনা করা সম্ভব। এর সব ক'টি বরকতের সম্পর্ক জুমুআ আরম্ভ হবার আগেও রয়েছে, জুমুআর পরেও এই বরকতের ধারা জারী থাকে। সূরা জুমুআয় একদিকে বলা হয়েছে যে, 'যখন আযান হয়ে যায় তখন দৌঁড়ে জুমুআর দিকে এসো' অপর দিকে শিক্ষাও দেয়া হয়েছে যে, জুমুআর পরে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো। নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে যাও এবং আল্লাহ্‌র 'ফযল' (অনুগ্রহ) অনুসন্ধান কর, তবে আল্লাহ্‌র 'যিক্‌র' (স্মরণ) সহকারে। 'জুমুআর পূর্বেও 'যিক্‌র', পরেও 'যিক্‌র'। জুমুআর প্রস্তুতির সাথেও অনেকগুলো বরকতের সম্পর্ক আছে। জুমুআ চলাকালীন সময়ে ফেরেশ্‌তাদের আগমনের সাথে সম্পর্কিত অনেক বরকত রয়েছে। জুমুআর পরে ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমেও অনেক বরকত লাভ হয়। যেসব কাজ ফেলে মানুষ জুমুআয় উপস্থিত হয় জুমুআর পরে পুনরায় যখন সে সেটিতে যোগ দেয়, সূরা জুমুয়ায় বর্ণিত শিক্ষানুযায়ী তখন সেটিতে বেশী বরকত হয় আর আগের তুলনায় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বেশী বরকত ও কল্যাণ লাভ হয়। তাই বাহ্যতঃ যেটুকু সময় মানুষ একাজে ব্যয় করে সেটি বিফলে যায় না বরং অল্প কর্মের স্থলে বেশী বেশী ফল লাভ হয়। 'ওয়াযকুরুল্লাহা কাসীরান (সূরা আনফাল: ৪৬: জুমুআ: ১১) বেশী বেশী করে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে। এই বিষয়টি কুরআন করীমে একাধিক স্থানে বর্ণিত হয়েছে।

জুমুআর নৈকট্য অর্জনের তাৎপর্য

সুতরাং জুমুআর নৈকট্য অর্জনের অর্থ কেবল জুমুআয় উপস্থিত হওয়া নয় বরং তার সাথে সংশ্লিষ্ট বরকতসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া এবং যেগুলো অর্জন করার জন্য সচেষ্ট হওয়া। আযানের ঘোষণায় একত্রিত হবার শিক্ষাটি ইমামতের সাথে সংযুক্ত এবং হাদীসে বর্ণিত ইমামের কাছে আসার বিষয়টিও এর অন্তর্ভুক্ত: এর তাৎপর্য হচ্ছে, যখন আল্লাহ্‌র নামে আহ্বান জানানো হয়, যখন একত্রিত হবার ঘোষণা দেয়া হয় তখন তোমরা বিনা বিলম্বে 'লাব্বায়েক' ('আমরা উপস্থিত') বলে উপস্থিত হবে। ইমাম মাহদী (আঃ) সারা পৃথিবীতে যে আহ্বান জানিয়েছেন এটিই সেই আহ্বান যার উল্লেখ সূরা জুমুআয় করা হয়েছে। যখনই আযান (অর্থাৎ আহ্বান) দেয়া হয় আর তোমাদের ডাকা হয় তখন তোমরা দৌঁড়ে তাড়াতাড়ি জুমুআর জন্য উপস্থিত হয়ে যাবে। আমি বর্ণনা করছি যে, এটি বাহ্যিক জুমুআর জন্যেও প্রযোজ্য এবং ইমামের কাছে যাবার বিষয়টিও এর অন্তর্ভুক্ত যা হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ) আমাদেরকে জানিয়েছেন। উহযুরুল জুমুআতা ওয়াদ্‌নু মিনাল ইমামে। জুমুআয় উপস্থিত হও এবং ইমামের নৈকট্য অর্জন কর—এটি সেই বিষয়বস্তু যা পরিপূর্ণভাবে প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) কিংবা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর উপর প্রযোজ্য। তিনি যে আযান দিয়েছেন (আহ্বান জানিয়েছেন) তা সাড়া বিশ্বকে এক করার আযান। কিভাবে অতীতের বুযুর্গ, ইমাম এবং জ্ঞানী দার্শনিকগণ এ বিষয়টি এবং এর উল্লেখ গভীরভাবে বুঝেছিলেন তা হাদীসে শুনেছেন আপনারা এবং তফসীরে পড়েছেন।

একস্থলে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন যে, উক্ত বিষয়ে এমন একজন মুফাস্‌সেরও নেই যিনি দ্বিমত পোষণ করেছেন কিংবা কথাটি বর্ণনা করেননি। বিস্তারিতভাবে তফসীরসমূহ পর্যবেক্ষণ করে এ কথাটি যাচাই করার সুযোগ আমার হয়নি বটে কিন্তু যদি কোন মুফাস্‌সের এর উল্লেখ নাও করে থাকেন তাতেও কিছু যায় আসে না। অআহমদী মৌলভীদের এটি অভ্যাস যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর এ ধরণের দাবীর বিরুদ্ধে তারা যে কোন ধরণের দ্বিতীয় মানের তফসীরকারীর বই বের করে বলেন যে, অমুক বইতে এই কথার উল্লেখ নেই। তারা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জ্ঞানগর্ভ কথাকে বুঝেই না আর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কালামকেও তারা ধরতে পারেন না। এ ধরণের দাবীর অর্থ হচ্ছে এই যে, এই ব্যাখ্যা সাধারণভাবে গৃহীত হয়েছে এবং যদি একজন মুফাস্‌সেরও এর সাথে দ্বিমত পোষণ করতো তাহলে তিনি অবশ্যই সে কথা উল্লেখ করতেন। তাই আমি আমার এই খুতবার প্রারম্ভে এই অর্থে এই দাবীটি পরিবেশন করেছিলাম। আর হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর এই দাবীকে আমি সবসময়ে উক্ত অর্থেই গ্রহণ করে থাকি। তিনি একথাই বলতে চেয়েছেন যে, বড় বড় মুফাস্‌সেরগণ প্রকাশ্যভাবে ভবিষ্যতে ইসলামের বিজয়কে এবং সমগ্র মানব জাতির একত্রিকরণ প্রক্রিয়াকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর

যুগের সাথে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর যুগের সাথে সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করেছেন। আর যারা প্রকাশ্যে উল্লেখ করেননি তাঁরা তাদের নীরবতা দ্বারা তা সত্যায়ন করতঃ উক্ত বড় বড় মুফাস্‌সেরগণের সাথে ঐক্যমত ঘোষণা দিয়েছেন।

সুতরাং প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর যুগে তার আহ্বানে সাড়া দেয়া এবং তাঁর কাছে যাবার চেষ্টা করার বিষয়টি কোন সম্পর্কহীন ও বিষয়বস্তু বহির্ভূত কথা নয়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একটি হাদীস দ্বারা এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে। হুযুর (সাঃ) বলেছেন যে, যখন তোমরা জানতে পারবে যে, ইমাম মাহদী (আঃ-এর আগমন ঘটেছে, কোন স্থানে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) নিজ আগমন সংবাদ ঘোষণা করেছেন তখন বরফের পাহাড়ের উপর হামাগুঁড়ি দিয়ে যেতে হলেও তাঁর কাছে যাবে। আমি বলেছি যে, এটি সেই একই ঘোষণার কথা বর্ণিত হয়েছে যার উল্লেখ সূরা জুমুআয় রয়েছে। তা না হলে হুযুর (সাঃ) তো নিজের পক্ষ থেকে কোন কথাই বলতে পারেন না। তাঁর কথাবার্তা ওহী অনুযায়ী হ'তো। কুরআন শরীফের বিষয়াদি অনুধাবন করে সেগুলোকেই তিনি নিজ ভাষায় বর্ণনা করতেন। হুযুর (সাঃ) বলেছেন, যদি তোমরা ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন বার্তা শুনতে পাও তবে বরফের পাহাড়ের অর্থাৎ হিমবাহর উপর দিয়ে হামাগুঁড়ি দিয়েও যদি যেতে হয় তবুও তাঁর কাছে যাবে। আর যাবার পর কি করতে হবে। একটি হাদীসে বলেছেন: তাঁকে (অর্থাৎ ইমাম মাহ্‌দীকে) আমার সালাম দিও।

আল্লাহ্‌তা'লার কি অদ্ভুত মহিমা! হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর প্রেমিকদের প্রতি কত খেয়াল রাখতেন! শেষ যুগ পর্যন্ত দৃষ্টি দান করে তিনি এমন এক প্রেমিককে দেখতে পেলেন যার বিষয়ে তাঁর অন্তর সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আমার সাথে অন্য কেউ এমন গভীর ভালবাসা রাখবে না। তাই এ কথা জানানোর জন্য যে, আল্লাহ্‌ তাঁকে (সাঃ) তাঁর (ইমাম মাহ্‌দীর) হৃদয়ের অবস্থান জানিয়েছেন, আর তাঁর (সাঃ) হৃদয়ের জন্য কত স্থান রয়েছে যে, তিনি আদেশ দিলেন—বরফের পাহাড়ের উপর দিয়ে হামগুঁড়ি দিয়ে যেতে হলেও যাবে এবং ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে আমার সালাম দিবে।

একটি ঐতিহাসিক ঘটনা

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যখন লুধিয়ানা গেলেন সেখানে বিরোধীরা একত্রিত হয়ে হট্টগোল আরম্ভ করে এবং বড় নোংরাভাবে তাদের বিরোধিতা প্রকাশ করে। তারা তাদের পক্ষ থেকে এমন একজন মৌলভী সাহেবকে উপরের তলায় প্রেরণ করলো যার সম্বন্ধে তারা আস্থা রাখতো যে, এই মৌলভী মির্যা সাহেবকে জব্দ করতে পারবে। উক্ত মৌলভী সাহেবের মনের অবস্থা উপরে গিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর চেহারার উপর এক নজর তাকাতেই সম্পূর্ণরূপে পাল্টে গেল। মৌলভী সাহেবের অন্তর সাক্ষ্য দিল যে, এ ব্যক্তি সত্যবাদী না হয়ে পারে না। অযথা তর্ক না করে, কোনরূপ বিরোধিতা প্রদর্শন ছাড়াই

তিনি দাঁড়িয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, 'আজ আমি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর সালাম আপনাকে পৌঁছাচ্ছি কেননা আপনিই সত্য মাহদী (আঃ)। আর আপনার সম্বন্ধেই আমাদেরকে এই আদেশ দেয়া হয়েছিল।'

সুতরাং এই হাদীসে যে, নৈকট্য অর্জনের কথা বলা হয়েছে সেই একই নৈকট্যের কথা সূরা জুমুআতেও বর্ণিত হয়েছে। এই ঘোষণার কথাও সূরা জুমুআতে বলা আছে। এই ডাকে কিভাবে সাড়া দিতে হবে তারও উল্লেখ অনেক স্পষ্ট হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে।

সুতরাং জুমুআর সাথে আহমদীয়া জামা'তের একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এখন জুমুআর গভীর তাত্ত্বিক অর্থে জুমুআর সাথে আমাদের এমন একটি সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে যা ইতোপূর্বে কোন জামা'ত লাভ করতে পারে নি। তাই যেভাবে আপনারা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন ঠিক তেমনি এই জুমুআর সাথেও আপনারা নিজেদেরকে সংযুক্ত করুন। কেননা এই জুমুআ এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে পৃথক করা সম্ভব নয়। তাঁর নামও 'জুমুআ'। তাই জুমুআর বাহ্যিক অনুষ্ঠানকে এক পবিত্রতা, ভালবাসা ও সম্রাটের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাও আমাদের জন্য আবশ্যক। আপনারা নিজেরা এর সাথে সম্পৃক্ত হন এবং নিজেদের সন্তানদেরও সম্পৃক্ত করুন।

ইউরোপ মহাদেশের উপরে আল্লাহ্‌র এই অনুগ্রহ বিনা কারণে নয়। বরং এর সাথে খলীফাতুল মসীহর হিজরতের সাথে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ্‌র পথে হিজরতকারীকে যে অঞ্চল আশ্রয় দেয় সে অঞ্চলের ভাগ্যে কিছু কিছু কল্যাণও ধার্য করা হয়। এই মর্যাদা বিনা কারণে নয়। এই হিজরতের ফলে ইংল্যাণ্ড জামা'তের কেন্দ্রকে আশ্রয় দিয়েছে। আর এমনটি নির্ধারিত ছিল। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কাশ্‌ফে নিজের নামের অর্ধেক আরবী অক্ষর দ্বারা এবং বাকী অর্ধেক ইংরেজী অক্ষরে লেখা দেখেছিলেন। এটি এ কথার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, কোন এক যুগে তাঁর একজন খলীফা কিছু দিন প্রাচ্যে কাটানোর পর সেখানকার কেন্দ্রের সাথে সম্পর্ক রেখেও কিছু কাল পাশ্চাত্যে কাটাবেন। এই হিজরতকাল কত দীর্ঘ হবে এটি আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্চিতভাবে একথা জানাচ্ছিল যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কোন খলীফাকে তাঁর প্রতিনিধিত্বে হিজরত করতে হবে এবং ইংল্যাণ্ডে তাঁকে আশ্রয় দেয়া হবে। তা না হলে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর অর্ধেক নাম ইংরেজীতে লেখা দেখার কোন অর্থই হয় না। সুতরাং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর খলীফাকে আশ্রয় দেয়ার ফলশ্রুতিতে প্রাপ্ত বরকত বিভিন্ন আকারে আল্লাহ্‌তা'লা পাশ্চাত্যের জামা'তগুলোতে প্রকাশ করেছেন এবং করে চলেছেন। ইংল্যাণ্ড ইউরোপ মহাদেশের অংশ। এই বরকতসমূহ সমগ্র মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আর আজকের এই মোবারক জুমুআ এই সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে যে,

এই মহাদেশের দূর দূরান্তের অধিবাসীরা যুগ-ইমামের খুতবা শুনতেও পাচ্ছেন যার কারণে এক ধরণের শারীরিক উপস্থিতি অনুভব ও উপভোগ করছেন। এটিও হিজরতের বরকতসমূহের মধ্যে একটি যা আল্লাহ্‌ তা'লা ইউরোপকে দান করেছেন। ঐক্যের যে সূচনা হয়েছে তাতে জুমুআর একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে—এ কথা আমি বার বার বর্ণনা করেছি। তাই পুনরায় আমি উপদেশ দিচ্ছি যে, এথেকে জামা'ত যেন সাধ্যানুযায়ী উপকৃত হয়। যেসব স্থানে সম্ভব সেখানে নিয়মানুযায়ী জুমুআর কেন্দ্র ও ইমাম নির্ধারণ করা হোক। তারা সম্মিলিতভাবে যেন এই খুতবাগুলো শুনেন কেননা এটি ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পূর্ণতা লাভ করেছে। সম্প্রচারিত এই খুতবাগুলোকে গুরুত্ব প্রদান করা মোটেও 'নাজায়েয' কিছু নয় কেননা ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতায় এই খুতবাগুলি দূর দূরান্তের এলাকা পর্যন্ত দেখা ও শুনা যাচ্ছে। সুতরাং আমি মনে করি এর জন্য একটি নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত যার অধীনে জুমুআর কেন্দ্র ও তাদের ইমাম নিযুক্ত করা হবে। আমার খুতবা যদি সে কেন্দ্রে সেখানকার জুমুআর সময় প্রচারিত হয় তবে প্রথমে আমার খুতবা শুনার পর জুমুআর কেন্দ্র সংক্ষিপ্ত মসনুন (সুন্নত বর্ণিত পন্থায়) খুতবা দিয়ে কিংবা স্থানীয় বিষয়-য়াদি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত খুতবা দিয়ে জুমুআর নামায আদায় করা যেতে পারে। এই অর্থে এই খুতবা সেখানকার স্থানীয় জুমুআয় সংমিশ্রিত হতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ জুমুআটি তারা আমার সাথে আদায় করতে পারেন না। কেননা নামায আদায়ের জন্য ইমাম সাহেবের সামনে দাঁড়ানো ইত্যাদি প্রসঙ্গে অনেক বাহ্যিক শর্তাবলী রয়েছে। আমার জুমুআর নামাযের সাথে শামিল হয়ে তাদের নামায পড়াটা আমি জায়েয মনে করি না। তাই আমি পুনরায় তাগিদ সহকারে বলছি যে, প্রথমে আমার খুতবা শুনুন, তদ্বারা উপকৃত হন, এরপর সংক্ষিপ্ত মসনুন খুতবা দিয়ে কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশী কথাবার্তা দিয়ে আপ-নাদের জুমুআর নামায আদায় করুন। ইনশাল্লাহ্‌ তা'লা এ প্রক্রিয়ায় একটি সুসংগঠিত জুমু-আর ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হবে যার মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) বর্ণিত পথ-নির্দেশ পালন করতঃ বর্তমান যুগের বরকতরাজিও লাভ করবে।

এছাড়া বাড়ীতে যে সব মহিলা ও বাচ্চারা থাকেন যারা জুমুআর কেন্দ্রে বা মসজিদে উপস্থিত হতে অপারগ তাদের জন্য আমি তাগিদ করছি সামর্থ্য থাকলে তারা যেন নিজেরা ডিস এন্টেনা কিনে নেন যার মাধ্যমে খুতবা দেখতে ও শুনতে পাবেন। যদি তাদের এ সামর্থ্য না থাকে তবে পাড়ার দু' চারটি বাড়ী মিলিতভাবে সেখানে জুমুআ হোক বা না হোক 'ডিশ' কিনে নিন। চেষ্টা করবেন নিজেরাও যেন দেখেন এবং আপনাদের বাচ্চারাও যেন দেখে। কেননা এটি মানব স্বভাব যে, ছোটকালে মানুষ যা দেখে আর শুনে হৃদয়ে তার গভীর প্রভাব পড়ে এবং তা গভীরভাবে দাগ কাটে। অন্তর ও চিন্তাভাবনার উপর তা গভীরভাবে রেখাপাত করে।

আমার মনে পড়ছে এবার যখন আমি কাদিয়ানে গিয়ে সেখানকার অলিগলিতে হেঁটে বেড়িয়েছি তখন পুরানো দিনগুলো সবচেয়ে বেশী মনে পড়েছে। সে সব সাহাবীদের কথা মনে পড়ে যারা সে পথগুলো দিয়ে হেঁটে যেতেন, আমরা তাঁদেরকে প্রথমে সালাম দেয়ার চেষ্টা করতাম কিন্তু তাঁরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমাদেরকেই আগে সালাম দিয়ে দিতেন। সে পথগুলোতে কত সাহাবী দেখা যেত! ঐ সব ফকীর দরবেশ ধরণের মানুষের কথাও আমার মনে পড়ে যারা সিঁড়িতে বসে থাকতেন কিন্তু তাদের মাঝেও এক বিশেষ ধরণের পবিত্রতা ছিল। এসব স্মৃতি আমার হৃদয়ে এমনভাবে গেঁথে আছে যে, এবার কাদিয়ানের পথে-ঘাটে বাহ্যতঃ আমি একটি দৃশ্য দেখছিলাম কিন্তু আমার অন্তর্দৃষ্টি স্মৃতির দৃশ্যপটে আরেক ধরণের দৃশ্য দেখছিল। তাই ছোটকালে যদি এ ধরণের জামা'তী অনুষ্ঠানে বাচ্চারা অংশ নেয়ার বা বসার সুযোগ লাভ করে তাহলে জামা'তের সাথে এবং খেলাফতের সাথে তাদের একটি গভীর সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। তাদের জন্যও এটি একটি চমৎকার সুযোগ যে, তারা মা বাবার সাথে বসে এসব আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান অবলোকন করতে পারবে। পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এই তৌফীক দান করবেন যে, তারা নিজেরাই তুলনা করে নিতে যে টেলিভিশনের জাগতিক প্রোগ্রামগুলো কেমন প্রভাব বিস্তার করে। ফলশ্রুতিস্বরূপ তাদের হৃদয় অবশ্যই ভাল জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হবে কেননা আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যের মাঝে একটি শক্তিশালী প্রভাব রেখেছেন যা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না।

জুমুআর গুরুত্ব সম্বন্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর এবং হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস আছে। তাঁরা বলেছেন যে, 'আমরা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) কে মিম্বারে দাঁড়িয়ে একথা বলতে শুনেছি যে, 'জুমুআ' বাদ দেয়ার কারণে মানুষ এমন পর্যায়ে গিয়ে নামে যখন খোদাতা'লা তাদের হৃদয়ে মোহরাঙ্কিত করে দেন। পরিণামে তারা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় (মুসলিম শরীফ, কিতাবুল জুমুআ এবং সুনান নাসাঈ, কিতাবুল জুমুআ)।

আল্লাহ্ করুন আমরা যেন জুমুআর সঠিক মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারি। কোন আহমদী যেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর এই সাবধান বাণীর আওতায় না পড়ে। আল্লাহ করুন বাকী দুনিয়ার সাথেও যেন এই যোগাযোগ সংস্থাপিত হয় এবং জুমুআর বরকত যেন প্রতিটি বাড়ীতে পৌঁছায়। (আমীন)।

বিশ্বময় তবলীগের যে সম্পর্ক রয়েছে তার কিছুটা আমি বর্ণনা করেছি আরও কিছু তৌফীক অনুযায়ী আগামীতে বলবো ইনশাল্লাহ। জুমুআর একটি উদ্দেশ্য সমগ্র পৃথিবীকে এক নেতৃত্বের অধীনে একত্রিত করা। যেসব বিষয় নির্ধারিত রয়েছে তা ঘটবে ঠিকই, কিন্তু এই তকদীরের সাথে আমাদের তদবীরের একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। আহমদীয়া

জামাতের যে প্রজন্ম বেশী বেশী নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে, বেশী বেশী সূক্ষ্মতা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে সে সব তদবীর চিন্তা করবে এবং সেগুলোর উপর আমল করার সৌভাগ্য লাভ করবে তাদের জন্যই আধ্যাত্মিক ফলাফল লাভ করা নির্ধারিত রয়েছে। ঐশী প্রতিশ্রুতি তাদের স্বপক্ষে পূর্ণ হবে। আল্লাহ্ করুন আমাদের এই বর্তমান প্রজন্ম আল্লাহ্‌র ফযলে সেই প্রজন্ম সাব্যস্ত হোক যারা কুরআন হাদীস ও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা নিজ চোখে দেখতে পাবে। এই প্রজন্ম আল্লাহ্‌র সাথে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন করার মাধ্যমে যেন এই মহাগৌরব লাভ করতে পারে। আমরা যেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর 'কাওসার' (বহুল পরিমাণে কল্যাণপ্রাপ্ত ও কল্যাণ সাধনকারী) প্রমাণিত হই যাদের কল্যাণ কখনো শেষ হবে না। সারা বিশ্বে তাঁর (সাঃ) কল্যাণ ছড়ানোর জন্য আমাদেরকে মনোনীত করা হয়েছে। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন এর যোগ্য সাব্যস্ত হই। (আমীন)।

বিঃদ্রঃ—গত সংখ্যায় হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর জুমুআর খুতবাটি ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯ সনের পাক্ষিক আহমদীর ভলিউম থেকে পুনঃ প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে খুতবার তারিখের সন বা অনুবাদকের নাম নেই বিধায় তা দেয়া সম্ভবপর হয়নি বলে আমরা দুঃখিত। —সম্পাদক।

শুভ বিবাহ

গত ১৮-৭-৯২ তারিখ রোজ শনিবার নাখাল পাড়া হালকার প্রেসিডেন্ট ডাঃ আবুল কাশেম সাহেবের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা মোসাম্মৎ চায়না বেগমের বিয়ে ৭৪,৯৯৯/-) চুয়াত্তর হাজার নয় শত নিরানব্বই) টাকা দেন মোহর ধার্যে কন্যার কোতোয়ালবাগস্থ পিত্রালয়ে সুসম্পন্ন হয়েছে সুলতানপুর (চরসিন্দুর) জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মফিজউদ্দিন সরকার সাহেবের পুত্র জনাব ফরিদ আহমদ সরকারের সাথে। এ বিয়ের এলান করেন মৌঃ আবুল কাশেম আনসারী, মোয়াল্লেম। এ বিয়ে যাতে সকল দিক থেকে বরকতময় হয় সে জন্যে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, কন্যার মাতা জনাবা হনুফা বেগম সাহেবা দোয়ার জন্যে পাক্ষিক আহমদীর খাতে ১০০/ (একশত) টাকা চাঁদা দিয়েছেন।

আহমদী বার্তা

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ বরকত ও রহমতে হরিনগর নিবাসী সুন্দরবন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এর মোহাম্মদ হোসেন আলী গাজী সাহেবের প্রথম পুত্র জনাব মোহাম্মদ আকবর হোসেন এর সহিত গত ১০ই এপ্রিল, '৯২ খুলনা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এর মোহাম্মদ মুমতাজ সাহেবের প্রথমা কন্যা মোসাম্মৎ হালিমা খাতুনের শুভ বিবাহ ১০,০০১ (দশ হাজার এক) টাকা দেন মোহরে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শেখ জনাব আলী সাহেব। এই বিবাহ যাতে বরকতপূর্ণ হয়, এবং তাদের পরবর্তী বংশধরগণ যাতে জামা'তের জন্য নিবেদিত প্রাণ কর্মী হতে পারে তার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

মোঃ হোসেন আলী গাজী
সুন্দরবন জামা'ত

উলামায়ে ইসলামের নিকট কতিপয় জিজ্ঞাসা

প্রশ্ন—১ : আপনারা কি হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমনের আকিদা (ধর্ম-বিশ্বাস) পোষণ করেন ?

প্রশ্ন—২ : হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও হযরত ঈসা (আঃ) (যাঁর আগমনের খবর হাদীসসমূহে দেয়া হয়েছে) কি একই ব্যক্তির দুই নাম অথবা আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব।

প্রশ্ন—৩ : যদি আপনাদের ইসলামী ধর্ম-বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)ও হযরত ঈসা (আঃ) দুই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব হয় তাহলে :

(ক) হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কোন্ লোকদের পক্ষ থেকে হবেন—কুরাইশ, আহলে বয়াত অথবা সালমান ফারসীর বংশধর ?

(খ) হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কখন আবির্ভূত হবেন ?

(গ) হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে কিভাবে সনাক্ত করা যাবে ?

(ঘ) তাঁকে ইমাম মাহ্‌দী কে নিযুক্ত করবেন—খোদাতা'লার ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে তিনি মনোনীত হবেন না জনসাধারণের ভোটের মাধ্যমে তাঁকে নির্বাচিত করা হবে ?

প্রশ্ন—৪ : আত্ম প্রকাশের পর হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কোন ফিকাহর উপর আমল করবেন—হানাফী, শাফী, মালেকী, হাম্বলী অথবা জা'ফরী ?

প্রশ্ন—৫ : (ক) যদি হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কোন একটি ফিকাহ্‌কে নির্বাচন করেন তাহলে অন্যান্য ফেকাহবিদগণের অনুসারীদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কি হবে ? দয়া করে পরিস্থিতিটা ভাষায় ব্যক্ত করবেন কি ?

(ঘ) আর যদি হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) ইজতেহাদ (উদঘাটন) করেন এবং নিজস্ব ফিকাহ্‌ প্রবর্তন করেন তাহলে সকল মুকাল্লিদ (ফিকাহ শাস্ত্র মান্যকারী) আর গয়ের মুকাল্লিদ (ফিকাহ শাস্ত্র মান্যকারী নয়)গণের প্রতিক্রিয়ার চিত্র তদানীন্তন আলেমদের উগ্র মেযাজের প্রতি দৃষ্টি রেখে অংকন করবেন কি ?

প্রশ্ন—৬ : শেষ যুগে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্‌ (আঃ) কি ভাবে সেই বনী ইসরাঈলী নবী হবেন যিনি আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে দুনিয়াতে এসেছিলেন ? যদি প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্‌ (আঃ) বনী ইসরাঈলী সেই নবীই হন তাহলে আজ পর্যন্ত তাঁর সশরীরে জীবিত থাকার কোন কুরআনী দলিল আছে কি ?

প্রশ্ন—৭ : যখন এই প্রতিশ্রুত ঈসা (আঃ) দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হবেন তখন তিনি কি খোদাতা'লার নবী হবেন কি হবেন না ?

কুরআন এবং হাদীসে নবী (সাঃ)-এর আলোকে জবাব দিন।

(কানাডা থেকে প্রকাশিত মাসিক আহমদীয়া গেজেটের জানুয়ারী, ১৯৯২ সংখ্যার সৌজন্যে)

রাজা বা রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে সত্যের প্রচার

আলহাজ্জ আহমদ সেলবর্ষী

প্রত্যেক নবীই তাঁদের যুগের রাজা-বাদশাদের কাছে সত্যের প্রচার পৌঁছিয়েছেন।

ইব্রাহীম (আঃ) নমরুদকে, মূসা (আঃ) ফেরাউনকে, সুলায়মান (আঃ) রাণী বিলকিসকে সত্যের পয়গাম পৌঁছিয়েছেন। মহানবী বিশ্বনবী (সাঃ) খসরু পারভেজ, মোকাউকিয়াস, নাজ্জাশী প্রভৃতি রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে ইসলামের বাণী প্রেরণ করেছেন।

বর্তমান কালে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) মহারাণী ভিক্টোরীয়াকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছেন। তুহ্‌ফায়ে কায়সারীয়া এবং সিতারায়ে কায়সারিয়া নামে দু'টি বই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্য বিশেষভাবে রচিত। ইমাম মাহদীর (আঃ) তিরোধানের পর, দ্বিতীয় খলীফা (রাঃ) আফগান বাদশাহ আমান উল্লাহুকে তবলীগ করেছেন। দাওয়াতুল আমীর পুস্তক রচনা করে তিনি আমানউল্লাহুকে প্রেরণ করেন। তৃতীয় এবং বর্তমান চতুর্থ খলীফাও রাজা বা রাষ্ট্র প্রধানদেরকে প্রকৃত ইসলামের প্রতি আহ্বান করেছেন। কখনও সাক্ষাৎ করে, কখনও বই পুস্তক প্রেরণ করে, কখনও মোবাল্লেগদের মাধ্যমে।

রাষ্ট্র প্রধানদেরকে তবলীগ করা খুবই কঠিন কাজ। কারণ রাজা বাদশাদের মেজায মর্জি বিচিত্র ধরণের। কেউ নরম, কেউ গরম। কেউ অত্যাচারী, কেউ স্বৈরাচারী, কেউ অহংকারী। আর এজন্যই মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "অত্যাচারী শাসন কর্তার কাছে সত্যের প্রচার বড় জেহাদ।"

ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর কাছে আল্লাহ্ প্রেরিত একটি বাণী হল, "রাজা বা রাষ্ট্র প্রধানরা তোমার বস্ত্র থেকে আশিস লাভ করতে চেষ্টা করবে।" বস্ত্র দ্বারা সঙ্গীও বুঝায়। অর্থাৎ ইমাম মাহদীর (আঃ) সঙ্গী প্রতিনিধিদের কাছে থেকে বিভিন্ন শাসকরা বরকত অনুসন্ধান করবে। ধর্মের তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধান পাবে ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) সুসাভিষিক্তদের কাছ থেকে।

ঘানার রাষ্ট্র প্রধানকে আহমদী জামাতের তৃতীয় খলীফা তবলীগ করছেন।

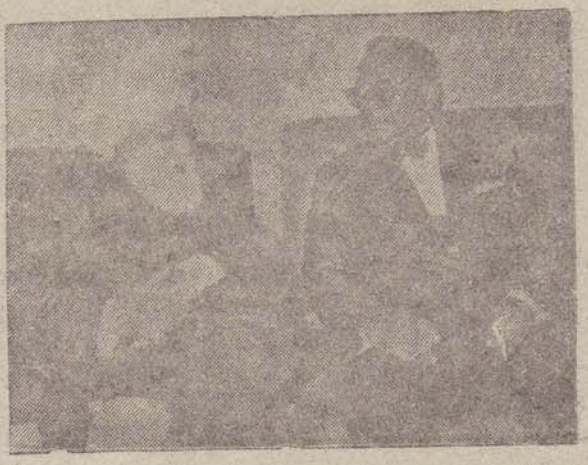

লাইবেরীয়ার রাষ্ট্র প্রাধানকে তৃতীয় খলীফা তবলীগ করছেন।

নাইজেরীয়ার রাষ্ট্র প্রধান তৃতীয় খলীফাকে স্বাগতঃ জানাচ্ছেন।

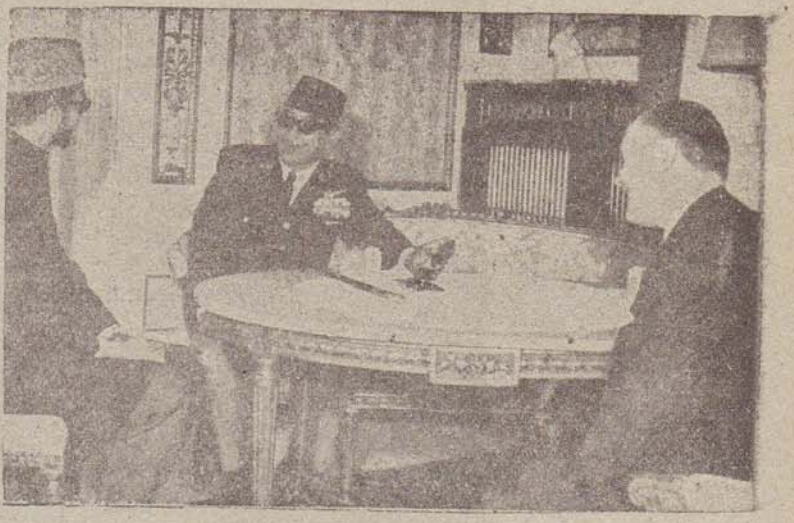

ইন্দোনেশীয়ার রাষ্ট্র প্রধানকে তবলীগ করা হচ্ছে।

গাম্বিয়ার রাষ্ট্র প্রধানকে তবলীগ করা হচ্ছে।

ফয়সলের এই ছবিটি (পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) যখন বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয় তখন মৌলবী সাহেবরা ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়েন। এ নিয়ে নানা কৌতুকপ্রদ গল্প রচনা করে জনৈক ধর্মান্ধ সাংবাদিক একটি বইয়ে লিখেছেন, "লণ্ডনের ইসলামিক সেন্টারে সউদী বাদশাহ্‌র উপস্থিতিতে লুকিয়ে থেকে—তার সাথে ছবি তুলে নিয়ে 'আহমদীরা' সেই ছবি তাদের পুস্তক পত্রিকায় ছাপিয়ে দিয়ে গলাবাজী করে বেড়ান যে, তারা বিশ্বময় ইসলাম প্রচার করে বেড়াচ্ছেন" (শেষ নবী, ১৪৩ পৃঃ)।

উল্লেখ্য যে, এই ছবিটি ইসলামিক সেন্টারে নয়। ছবিটি উঠান হয়েছে লণ্ডনে আহমদীয়া মুসলিম মিশনে অবস্থিত মসজিদে ফযলে ১৯৩৫ সালের ১২ই জুলাই। অতএব আহমদীদের মিশনে বা মসজিদে আহমদী মোবাল্লেগকে লুকিয়ে ছবি তুলতে হবে কি না তা গলাবাজ লেখককেই (উল্লেখ্য যে, লেখক

সৌদী আরবের ফয়সলকে লণ্ডনের আহমদীয়া মসজিদে তবলীগ করা হচ্ছে। লণ্ডন মসজিদের ইমাম মৌলানা জালাল উদ্দীন শামস পাশে বসে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তাঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

(২৯ পৃষ্ঠার পর)

তার যে কলমি নাম রেখেছেন তার এক অর্থ হল, লম্পট) জিজ্ঞেস করি। মনে রাখবেন লুকিয়ে লুকিয়ে লাম্পট্য করা যায়, তবলীগ করা যায় না। আহমদীরা যে বিশ্বময় ইসলাম প্রচার করছে তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। ধর্মান্ধরা তা দেখতে পায় না। আহমদী জামাত আজ ১২৭টি দেশে হাজার হাজার শাখায় বিস্তৃত। ১২৪ ভাষায় ইসলামী প্রচার-পত্র পত্রিকা প্রকাশ করে ইসলামের সুমহান বাণীকে জগৎময় ছড়িয়ে দিচ্ছে। আর আপনি এবং আপনার মত যারা তারা ইসলাম প্রচার মিশন নয় কূটনৈতিক মিশনের স্বপ্নে বিভোর। মনে রাখবেন, কথার কূটজাল সৃষ্টি করে কূটনীতি করা যায় ইসলামের সেবা করা যায় না। কারণ ইসলাম বলে 'সোজা কথা বল।' 'অনুমানের উপর কথা বল না।' আহমদীরা বহু রাষ্ট্র প্রধানকে তবলীগ করেছে। যার মাত্র কয়েকটি ছবি এখানে ছাপা হল। কূট তর্ককারী লেখককে জিজ্ঞেস

করি, ঐ সব ছবিও কি লুকিয়ে লুকিয়ে তোলা? সৌদী রাজাদের চরিত্র দেখুন, ইনকিলাব ২৫শে এপ্রিল ১৯৯০, দি টাইম, ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৯০, ৩০/১০/৭৪ সংখ্যা, সহ আরো বহু পত্র পত্রিকায়। বাদশাহ ফয়সলকে তার ভাতিজা গুলি করে হত্যা করে। কারণ ফয়সল তার পিতাকে হত্যা করেছিল। অতএব, আহমদীরা সৌদী বাদশাহদেরকে ইসলামী ব্যক্তিত্ব বলে স্বীকার করে না। ওরা রাজা মাত্র। রাজাদেরকে প্রকৃত ইসলামের দাওয়াত দেওয়া আহমদীদের প্রচার প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত, আর এজন্যই ফয়সলকে আহমদীয়া মিশনে দাওয়াত করে আনা হয়েছিল।

'শেষ নবী' পুস্তকের লেখক কোন আলেম নন। তিনি কলম চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি কুরআনের সূরার নামও সঠিকভাবে জানতেন না (দেখুন তার উপ সম্পাদকীয়)। তিনি মুসলমানদের মধ্যে 'হিরো' না পেয়ে নীল আর্মষ্ট্রংকে মুসলমান বানিয়ে ফেলেন, ইসলামী চিন্তাবিদরূপে খৃষ্টান লেখক মরিস বোকায়লীকে পেশ করেন। খৃষ্টান মহিলার (জীনডিকশন) ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে স্ত্রীর নামে বই ছাপান। আহমদীদের ইসলাম প্রচারের মোকাবেলায় ইসলামকে রহিত ঘোষণাকারী বাহাইদেরকে দাঁড় করান। তার অভদ্র অশালীন লেখার জবাব একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'লাই দিতে পারেন। আমরা শুধু বলব, লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন। আমীন।

কেন্দ্রীয় তালীম তরবীয়তি ক্লাস-'৯২

সকল স্থানীয়, জেলা ও রিজিওনাল মজলিসের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, মঃ খোঃ আঃ বাঃ-এর উদ্যোগে আগামী ৭ই আগষ্ট থেকে ১৬ই আগষ্ট '৯২ পর্যন্ত ১০ দিন ব্যাপী ১৮তম বার্ষিক তালীম ও তরবিয়তী ক্লাস দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ্‌। উক্ত বিষয় ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে সার্কুলারের মাধ্যমে সকল মজলিসকে জানানো হয়েছে। সার্কুলারের নিয়ম অনুযায়ী ছাত্র পাঠাতে অনুরোধ করছি। ক্লাসের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হবেন।

১। কেবল ষষ্ঠ শ্রেণী বা তদুর্ধ্বে অধ্যয়নরত ছাত্ররাই ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারবে। স্থানীয় তাঃ তঃ ক্লাসের ভিত্তিতে বাছাইকৃত ছাত্রদের মধ্য থেকে অধিক সংখ্যক ছাত্র পাঠাবেন। যেখানে তাঃ তঃ ক্লাস হয়নি তারা প্রয়োজনীয় গুণাবলী যাচাই করে ছাত্র পাঠাতে পারবে।

২। প্রত্যেক ছাত্রের ফি ১৫০/- টাকা। উক্ত ফি দিতে অক্ষম ছাত্ররা অবশ্যই কায়েদ ও অভিভাবকের যৌথ সুপারিশ নিয়ে আসবে।

উক্ত ক্লাসের কামিয়াবীর জন্য সকলের নিকট দোয়া ও পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করছি।

মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন
সেক্রেটারী, তাঃ তঃ ক্লাস-'৯২

'মতামত'

মাওলানা মোহাম্মদ আলী (এম, এম)

'ইসলাম কোনো ব্যক্তি রচিত ধর্ম নয়, আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত পরিপূর্ণ ধর্ম ইসলাম। আজ আমি তোমাদের জন্য দীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করে আমার নিয়ামতকে তোমাদের জন্য সমাপ্ত করলাম। —আল কুরআন

ইসলাম ব্যতিত অন্য কোন শরিয়াতী ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্তা'লা গ্রহণ করেন না।

যে কেহ ইসলাম ব্যতিত অন্য কোন ব্যবস্থা বা দ্বীন গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে তাহলে তার নিকট হতে গ্রহণ করা হবে না, এসব পরকালে ক্ষতি গ্রস্থের মধ্যে পড়বে। —আল কুরআন

ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সব সৃষ্টিই আল্লাহ্র দাস ও তার প্রতি আত্মসমর্পনকারী (মুসলিম) অতঃপর তারা কি আল্লাহ্র দীনের পরিবর্তে অন্য কিছু চাহে অথচ আকাশ পৃথিবীতে যা কিছু আছে—আত্মসমর্পনকারী (মুসলিম) এবং তাদের সবাইকে তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত করা হবে।—কুরআন

আল্লাহ্তা'লা মানব জাতির পথ প্রদর্শক হিসেবে তার রাসূলগণের মাধ্যমে ঐশি গ্রন্থ প্রেরণ করেন। যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় প্রেরিত নবীগণের উপর ঈমান রাখে ঐশি গ্রন্থের যাবতীয় হুকুম আহকাম পালন করেন সে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় ঈমানদার মুসলমান বলে আল্লাহ্র নিকট বিবেচিত।

কোনো ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের স্বীকৃতি নিয়ে ইসলাম ধর্ম পালন করতে হবে এ ধরনের ব্যবস্থা কুরআনে নেই। ধর্ম পালন ঈমানী দায়িত্ব বা অধিকার, কোনো রাষ্ট্রের বা ব্যক্তি মানুষের ফতুয়ার উপর নির্ভরশীল নয়।

পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষের বসবাস বা আবাস ভূমি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ধর্ম পালন করে থাকে, আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পনকারী সবাই মুসলমান বলে চিহ্নিত। যারা একক এলাহীতে অংশীদার স্থাপন করে দৃশ্যে বা অদৃশ্যে বহু ইলাহ সাব্যস্ত করে তাদের নিকট প্রনীত পাত করে তারাই মুশরিক আর যারা আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার ও তার অস্তিত্বকে গোপন করে তারাই কাফির।

পবিত্র কুরআনে কাফির মুশরিক চিহ্নিত হবার পর কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্র কর্তৃক কাফির ফতুয়া দিয়ে চিহ্নিত করা ঘোষনা আর একটি কুফরী বা জুলুম ব্যবস্থা বৈ কিছু নয়। ব্যক্তি গত ফতুয়ান কাওকে কাফির বলা অনৈসলামিক।

রাসূল মহাম্মদ (সাঃ) কে খাতামান্নাবিইন মেনে একক ইলাহীতে আত্মসমর্পন করে যে ব্যক্তি, সেই মুসলমান। রাষ্ট্রের স্বীকৃতিতে ধর্ম পালন করা এবং সম্প্রদায়কে কাফির ফতুয়া দিয়ে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করতে হবে এ ধরনের উক্তি নিঃসন্দেহে ধর্মীয় আকিদা পরিপন্থী।

ইসলামের মধ্যে বহু দল উপদল রয়েছে তারা সবাই ইসলাম মান্যকারী মুসলমান বলে দাবী করে যেমন:—ইসমাঈলীয়া, কাদরিয়া, মুতাজেলী, খারেজী, আহলে হাদীস, সিয়া, সুন্নী ইত্যাদি এই সমস্ত দল থেকে আরো শতাধিক উপদল সৃষ্টি হয়েছে। তারা সবাই স্বাধীনভাবে তাদের মনোনীত ধর্মপথ আদর্শ প্রচার করে ধর্ম পালন করছে।

ঈমান হৃদয়ের বিশ্বাস অনুগতির আকড়ে ধরে রাখার বিষয় এখানে জোর-জুলুম চলে না। যে ব্যক্তি ঈমান আনবে তা তার নিজের জন্যই, যে কুফরী করবে সে তার নিজের কারণেই। মানব জাতিকে এই স্বাধীনতা দিয়েছেন সে ভাল ও মন্দ কাজ তার নিজের ইচ্ছাধীন ভাবে করবে'' এর জন্য কোন জবাবদিহী দিতে হবে না।

আমাদের দেশেই নয় পৃথিবীর সব মুসলিম দেশেই এই প্রবনতা বিদ্যমান। যে একে অপরকে কাফির ফতুয়া দিয়ে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত করে নিজেদেরকে খাটী মুসলমান মনে করে ধর্মকে কুক্ষিগত করে রাখে। প্রতি যুগেই এই ধরনের কাফেরী ফতুয়ার ইতিহাস পরিলক্ষিত হয়।

* ফুরফুরার পীর সাহেবসহ চল্লিশ জন আলেম মৌদুদীকে কাফেরী ফতুয়া দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের সমর্থক আলেমদের পিছনে সালাত কায়েম করা না জায়েজ বলে হ্যাণ্ডবিল ছেড়ে ছিলেন এবং জামায়াতে ইসলামীদের ফাসিক বলে ফতুয়া দিয়ে নিজেদেরকে পীর কামেল বলে প্রমাণ করতে কুণ্ঠাবোধ করি নি। ০ ওহাবী আন্দোলনের বিপ্লবী নেতা আবদুল ওহাব জাদাসহ কর্মী সমর্থকদের তৎকালিন আলেমগণ কাফেরী ফতুয়া দিয়ে আন্দোলনকে থমকে দিয়েছিলেন?

০ হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) যিনি বিশ্বের বড় পীর বলে খ্যাত তাকে সে যুগের নয় শত আলেম কাফির ফতুয়া দিয়েছিলেন। কিন্তু জিলানী সাহেব বিচলিত হন নি। এমনিভাবে ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী নেতাদেরকে শুধু কুফরী ফতুয়াই নয় অমানসিক নির্যাতনসহ কারাবদ্ধ করে হত্যা পর্যন্ত করেছিল তৎকালীন শাসক গোষ্ঠি, আলেম মৌলভীদের সহযোগিতায়, যেমন হযরত ঈমাম আবু হানিফা, ঈমাম সাফী, ঈমাম বুখারী (রহঃ) সহ অনেক ইমামকেই দেশ ত্যাগ করতে হয়েছিল।

যুগের বাদশা শাসকগণ তথা আলেম পীর সাহেবরা যুগের সংস্কার বিদদের উপর নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা চালিয়ে কুফরী ফতুয়া দ্বারা কতল পর্যন্ত করতে কসুর করে নি। শুধু

সংস্কারকগণকেই নয় কাওমের নবী রসূলদের প্রতি সে যুগের পোপ পাদরী আলেম মৌলভীরা অমানসিক অত্যাচার করার ইতিহাস রয়েছে।

আমি এমন কোন রাসুল প্রেরন করিনি যাঁরা মানব কর্তৃক নির্যাতিত হয় নি।

এই সব অতীত ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতি যুগেই একে অপরের কুফরী ফতুয়া দ্বারা চিহ্নিত করার প্রবনতা ছিল এবং বর্তমানে আছে।

সত্যিকারের কাফের কে তা শুধু আল্লাহ্‌তালাই জানেন, কোন মানুষ কারোর হৃদয় চিরে প্রদর্শন করি নি যে তার অন্তরে কুফরীর সীল রয়েছে। রাসুল (সাঃ) বলেছেন, কোন পাপের কারনে কাউকে কাফের বলনা। তিনি আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার নিয়মে সালাত কায়েম করে, কালমা পাঠ করে এবং জবেহকৃত পশুর গোশত ভক্ষন করে সেই ব্যক্তিই মুসলমান। কাউকে কুফরী ফতুয়া দিয়ে ইসলাম থেকে তথা হত্যা করার অধিকার ইসলাম সম্মত নয়, বরং ধৃষ্টতার পরিচয় বহন করে। কেউই কারোর হৃদয় চিরে দেখতে পারে না কে কাফের কে মুসলিম।

রাসুল (সাঃ) এর সময় বাস্তব ঘটনা এমনি রয়েছে যে, রাসুল (সাঃ) এক সাহাবী যুহলিম বিন মুসামা মুশরিকদের উপর আক্রমন করে তাদেরকে পরাস্ত করে। সেখানে এক মুশরিক মৃত প্রায় অবস্থায় তরবারীর আঘাত হানতেই মুশরিক কলমা পাঠ করল—লাই ইলাহা ইল্লাল্লাহ—তবু সে তাকে হত্যা করল।

রাসুল (সাঃ) ঘটনা জানতে পেরে বললেন তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছিলে? যে সে মৃত্যুর ভয়ে কালমা পাঠ করেছিল? কিছুদিন পর যুহলিম মারা গেল এবং তাকে দাফন করা হলো। কিন্তু মাটি তাকে কবর থেকে বাইরে নিক্ষেপ করলো। তার আত্মীয়গণ হুজুরের নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলে হুজুর বললেন তাকে দাফন করে দাও, কিন্তু কবর তাকে আবার বাইরে নিক্ষেপ করলো। অনুরূপ তিনবার ঘটলো। তখন হযরত বললেন মাটি এমন ব্যক্তিকে গ্রহন করতে অস্বীকার করেছে সুতরাং তাকে কোন অন্ধকার কুপে ফেলে দাও। রাসুল (সাঃ) বললেন যদিও বহু পাপী মানুষকে মাটি নিজের মধ্যে স্থান দেয় কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা এই চেয়েছেন যে তিনি এই ব্যক্তিকে তোমাদের জন্য নিদর্শন বানিয়ে দেন, যাতে আগামীতে কলমা পাঠকারীকে অথবা মুসলমান দাবীদারকে হত্যা না করে।

(মিশকাত)

উপরোক্ত হাদীস ও ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে কাউকে কাফির বলে ফতুয়া দেয়ার ব্যাপারে সাবধান হওয়া উচিৎ নয় কি?

ধর্মের মধ্যে স্বাধীনতা রয়েছে, স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন করার অধিকার সংরক্ষণ আছে। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি অশুভ আচরণ করে কুফরী ফতুয়া প্রদান নয়, সঠিক পথ নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র আহ্বানই ঈমানী কর্তব্য।

পাকিস্তান নিজেকে ইসলামী হুকুমত থেকে বঞ্চিত রেখে কি করে আহমদী সম্প্রদায়কে কাফের ফতুয়া দিয়ে অমুসলিম ঘোষণা করে সংখ্যালঘিষ্ঠ বলে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দিল তা ভাববার অবকাশ রয়েছে। বাংলাদেশ তথা আলেম পীরগণ নিশ্চয়ই ঐ ভুল করবেন না যে, কাউকে কুফরী ফতুয়া দ্বারা চিহ্নিত করে অমুসলিম ঘোষনা করবে!

কারন আহম্মদী জামাআত কুরআন সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করে রাসুলের নিয়মে আমল করে থাকে। কুরআন তফসীর তথা ব্যক্তিগত আমল আখলাক বা মতামতে মতানৈক্য রয়েছে। তাই বলে কুফরী ফতুয়া দ্বারা চিহ্নিত করে অমুসলিম ঘোষনা করতে হবে—এ দলিল কোথা থেকে পাওয়া গেল?

আমাদের অভিমত কুফরী ফতুয়া নয়, ফাঁশীর শ্লোগান নয়, রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষনাও নয়, সম্মিলিতভাবে কুরআন হাদীসের আলোকে সমস্যার সমাধান হোক। সত্যকে আকড়ে ধরি, মিথ্যাকে ঘৃণাসহ পরিহার করি।

কোন জামাআত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠীত তা চিহ্নিত করে দিলেই অসত্য জামাআত বিলুপ্ত হয়ে কুফরীর মধ্যে পতিত হবে।

"কাদ জায়াল হক
ওয়া জাহীকাল বাতিল,"

১। মৌলানা মোহাম্মদ আলী (এম, এম,) ২। মৌলানা আকমল হোসেন (এম, এম)
৩। মৌলানা লিয়াকত হোসেন (এম, এম) ৪। মোঃ আজিজুর রহমান (বি, এ,)
৫। মৌলানা ইউনুছ আলী (এম, এ) ৬। মৌলানা মোজাম্মেল হক।

উপরোক্ত আলেমগণ আলোচ্য অভিমতের সাথে একমত পোষন করেছেন এবং সত্যকে অস্বীকার করাকে সত্যের অপলাপ হবে বলে মন্তব্য রেখেছেন।"

(আল লিসান, ঈদ সংখ্যা-১৯৯২-এর সৌজন্যে)

শোক সংবাদ

জনাব আব্দুল খালেক দুর্গারামপুরী দক্ষিণখান নন্দাপাড়া নিবাসী, বয়স ৬৭ বৎসর ২৪/৬/৯২ তারিখ রোজ বুধবার সকাল ৭-৩০ মিঃ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না.....রাজেউন) তাঁর রূহের মাগফেরাত ও দারাজাতের বুলন্দীর জন্য সকল ভাই ও বোনের নিকট দোয়ার আবেদন করছি। তাঁর নামে দোয়ার জন্যে পাক্ষিক আহমদী খাতে ১০০/ (একশত) টাকা চাঁদা দেয়া হয়েছে।

মরহুমের জ্যেষ্ঠ পুত্র বশীরুউদ্দীন আহমেদ

গত ৯/৭/৯২ইং রোজ শুক্রবার দিবাগত রাত ৯-৩২ মিনিটে বড়গাঁও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রবীণ আহমদী মরহুম মৌলবী মমতাজ আহমদ সাহেবের ছোট ভাই জনাব শামসুদ্দীন আহমদ বার্ধক্য জনিত পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রায় দুইমাস শয্যাশায়ী অবস্থায় থাকিয়া নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না...রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৯৩ বৎসর। মরহুমের রূহের মাগফিরাতের জন্য সকল আহমদী ভাই বোনদের খেদমতে দোয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

ফজলুল হক
বড়গাঁও জামাত

সংবাদ

বিশেষ দোয়ার এলান

গত ২৮-৭-৯২ তারিখে কুরআন মজীদ সংক্রান্ত কেসের তারিখের দিনে শুনানি হয়নি। পুনরায় তারিখ পড়েছে ৩০-৯-৯২। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীকে দরদে দিলে নফল ইবাদত ও বিশেষ দোয়া জারী রাখতে অনুরোধ করা যাচ্ছে যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক কুরআন মজীদের হেফাযত করেন।

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের শরীরটা মাঝে মাঝে খারাপ যাচ্ছে। তাঁর পূর্ণ সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ কর্মময় জীবনের জন্যে সকলের নিকট বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

তিনি সবাকে প্রীতিপূর্ণ 'সালাম' জানিয়েছেন।

আহমদী বার্তা

সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৬/৬/৯১ইং বাদ জুমুআ হেলেঞ্চাকুড়ি আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত (দিনাজপুর)-এর মসজিদ প্রাঙ্গণে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে এক সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

অত্যন্ত মনোরোম পরিবেশে এই বক্তাগণ বক্তব্য রাখেন: ভাতগাঁ-এর মাষ্টার ইসমাঈল আহ্‌মদ, দোহাণ্ডার মোয়াল্লেম মাহ্‌মুদ আহমদ আনসারী, ভাতগাঁও-এর মোয়াল্লেম মিজানুর রহমান এবং পরিশেষে অত্র এলাকার সদর মুরব্বী মাওঃ বশীরুর রহমান। সদর মুরব্বী বশীরুর রহমান সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজের সমাপ্তি টানা হয়।

প্রায় ৫০০ জন সদস্য-সদস্যা এই জলসায় উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ১৮০ জন অ-আহমদী ও ১০ জন হিন্দু ভাইও এতে উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ নূরুল ইসলাম খান,
সেক্রেটারী জলসা কমিটি

মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার দেশ ব্যাপী বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী

৩১-৭-৯২ইং তারিখ থেকে ২-৮-৯২ইং তারিখ পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী সারা দেশে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। পরিবেশ রক্ষার অপরিহার্য প্রয়োজনে এই কর্মসূচীতে জরুরী ভিত্তিতে অংশ গ্রহণের জন্যে খোদ্দাম আতফাল সহ সবাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে। কর্মসূচী শেষে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পাঠাতে অনুরোধ করা যাচেছ।

কে, এম, মাহমুদুল হাসান,
মোতামাদ, মঃ খোঃ আঃ বাঃ

মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া চট্টগ্রাম রিজিওনের দ্বিবার্ষিক কর্মশালা '৯২ইং সম্পন্ন

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া চট্টগ্রাম রিজিওনের দ্বি-বার্ষিক কর্মশালা '৯২ গত ২৬শে জুন (শুক্রবার) আহমদীয়া মসজিদ (বর্তমান) ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত

হয়। কর্মশালা অনুষ্ঠান সকাল ১০ ঘটিকা হইতে দুপুর ১২-৩০ পর্যন্ত এবং ২-৩০ মিঃ হইতে বিকাল ৫ ঘটিকা পর্যন্ত চলে।

নাযেমগণকে বিভিন্ন কর্মপদ্ধতির উপর, যেমন: ১। তাজনীদ ২। সাধারণ বিভাগ ৩। চিঠি পত্র লেখার পদ্ধতি ৪। বাজেট ৫। তালীম ও তরবীয়ত এবং ৬। মাসিক রিপোর্ট ফরম পুরণ পদ্ধতি উপর আলোচনা ও হাতে কলমে শিক্ষা প্রদান করেন সর্বজনাব ১। মনোয়ার আহমদ (মিন্টু) ২। এম, এ, ফয়েজ ৩। খন্দকার মোস্তাক আহমদ ও মোহাম্মদ আবদুস সালাম।

কর্মশালার সমস্ত অনুষ্ঠানটি রিজিওনাল কায়েদ জনাব এ, বি, এম শফিউল আলম (বরকত) সাহেব নিজেই সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন।

ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া চট্টগ্রাম রিজিওনের উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী '৯২ গত ২৬শে জুন রোজ শুক্রবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া আহমদীয়া মসজিদ (বর্তমান) প্রাংগণে বিকাল ৫ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম রিজিওনের অধিনস্থ ২২টি মজলিসের মধ্যে ৮টি মজলিস অংশ গ্রহণ করে। এ ছাড়া রিজিওনাল মজলিসের ও জেলা মজলিসদ্বয়ের কায়েদ ও নাযেম বৃন্দ সহ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের দাওয়াতী মেহমানগণ ও খোদ্দাম আতফাল এবং আনসারসহ সর্বমোট ১২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বক্তব্য প্রদান করেন সর্বজনাব আবদুস সালাম, জেলা কায়েদ, সফিকুর রহমান ভূইয়া, এস, এম, ইব্রাহীম, হাফিযুর রহমান, শেখ মোশারফ হোসেন, মোহাম্মদ ইসলাম, মনোয়ার আহমদ (মিন্টু) এবং এ, বি, এম শফিউল আলম, রিজিওনাল কায়েদ। সবশেষে সভার সভাপতি মাওলানা ফারুক আহমদ শাহেদের (আমীর বি, বাড়ীয়া জামাত) বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

শেখ মোশারফ হোসেন
কনভেনর
ঈদ পুনর্মিলনী '৯২

তারুয়া মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক তালিম তরবিয়তী ক্লাস '৯২ সুসম্পন্ন

গত ১৯/৬/৯২ রোজ শুক্রবার হইতে ২৫/৬/৯২ইং পর্যন্ত সপ্তাহ ব্যাপী বার্ষিক তালীম তরবীয়তী ক্লাস অত্যন্ত সাফল্যের সহিত সমাপ্ত হইয়াছে। আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত তালীম তরবীয়তি ক্লাস প্রত্যেক দিন সকাল ৬টা হইতে সকাল ৮টা পর্যন্ত এবং আসর নামাযের পর হইতে রাত্র ৮টা পর্যন্ত চালু ছিল।

উক্ত ক্লাসে ১০ জন খাদেম এবং ২০ জন আতফাল নিয়মিত অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। ক্লাসে কুরআন, হাদীস, নামায শিক্ষা, সিলসিলার কিতাব এবং বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা

দেওয়া হইয়াছে। ক্লাশে তিনজন শিক্ষক সর্বজনাব মুসলেহ উদ্দিন আহমদ, হারুন রশীদ, মৌলভী আহমদ আলী অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে শিক্ষা দান করেছেন।

জামাল মিয়াজী, কায়েদ
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, তারুয়া

দ্বিতীয় বার্ষিক তালীম তরবীয়তি ক্লাস '৯২

আল্লহ্‌ তা'লার অশেষ ফযলে কেন্দ্রের নির্দেশক্রমে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, কুমিল্লা এর উদ্যোগে ১৯শে জুন হতে ২৪শে জুন পর্যন্ত ২য় বার্ষিক তালীম তরবীয়তি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তালীম তরবীয়তি ক্লাসে চট্টগ্রাম ও নুসরতাবাদ মজলিস এর ২ জন খোদ্দাম সহ ১৮ জন খোদ্দাম ও আতফাল অংশ গ্রহণ করে। উক্ত ক্লাসে কেন্দ্রের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হয়।

৭ম বার্ষিক ইজতেমা '৯২ অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌ তা'লার অশেষ ফযলে মজলিস খোঃ আঃ কুমিল্লা এর উদ্যোগে ২৫শে জুন রোজ বৃহস্পতিবার ৭ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল তেলাওয়াতে কুরআন, নযম, বক্তৃতা, লিখিত পরীক্ষা, খেলাধূলা ইত্যাদি।

বিকাল ৬টায় সমাপ্তি অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন জনাব খালেদ মোশাররফ, জনাব আলী আকবর ভূইয়া, জনাব সৈয়দ আমীন আহমদ, জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সালাম ও জনাব আবুল কালাম আজাদ। মোহতরম ডাঃ আঃ আযীয, প্রেসিডেন্ট, আঃ মুঃ জাঃ, কুমিল্লা বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

মোহাম্মদ ইকবাল চৌধুরী, চেয়ারম্যান
তালীম তরবীয়তি ক্লাস ও ইজতেমা কমিটি '৯২

সুন্দরবন মজলিসের ১ম বার্ষিক তালীম তরবীয়তি ক্লাস অনুষ্ঠিত

আল্লাহতা'লার অশেষ ফযল ও বরকতে সুন্দরবন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১ম বার্ষিক তালীম তরবীয়তি ক্লাস এবং ৯ম ইজতেমা (স্থানীয়) গত ১৩/৬/৯২ ইং বাজামাত নামায তাহজ্জুদ এর মধ্য দিয়া আরম্ভ হয়। ১৯/৬/৯২ ইং বাদ জুমুআ পুরস্কার বিতরণী সভার মধ্য দিয়া সমাপ্ত হয়। নিয়মিত ৭০ জন আতফাল এবং নিয়মিত ২০ জন এবং অনিয়মিত ৩৫ জন খোদ্দামের উপস্থিতিতে ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। মহান আল্লাহতা লা যেন ক্লাস প্রসঙ্গে আর্থিক এবং দৈহিকভাবে জড়িত সবাইকে জাযা খায়ের দান করেন।

একটি ব্যতিক্রমধর্মী নতুন বই বেরিয়েছে

"দেশে দেশে আহমদীয়াত" নামে একটি নতুন ধরণের সচিত্র বই মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। জনাব কে, এম, মাহমুদুল হাসান সাহেবের লেখা বইটির মূল্য মাত্র ১০/- টাকা। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের অফিস অথবা খাকসারের কাছ থেকে উহা সংগ্রহ করার জন্য সবাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ কর যাচ্ছে।

শামসুদ্দীন আহমদ
মোহতামীম এশায়াত, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

সম্পাদকীয়

বদযন্নি

মানুষের মনে স্বভাবতই অনুমান, সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি হয় আর এর দ্বারা পরিচালিত হয়েই সে কোন বিষয় সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান আহরণ করার প্রেরণা লাভ করে। যখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর ঐ জিনিস বা বিষয় সম্বন্ধে তার প্রতীতি জন্মে তখন তার সন্দেহ দূরীভূত হয়। অনুমান হয় দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত। আর তখন সে বুঝতে পারে অমুক জিনিস আছে কি নেই বা অমুক বিষয় সত্যি কি মিথ্যে।

পাশাপাশি আরও একটি বিষয় রয়েছে যাকে আমরা বদযন্নি, কু-ধারণা বা অন্যায় সন্দেহ বলতে পারি। কোন বিষয় সম্বন্ধে মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার সাথে পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যতিরেকেই সে সম্বন্ধে পাকাপোক্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়া হলে তাকে বলে কু ধারণা বা অন্যায় সন্দেহ। অনুমান এবং কু ধারণা সম্পর্কে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য তা বিশেষভাবে অনুধাবনের যোগ্যতা রাখে। ইসলামে বদযন্নি বা কু-ধারণাকে করা হয়েছে না-জায়েয। কুরআন মজীদে আল্লাহ্-তা'লা ঘোষণা দিয়েছেন, বা'যুয্যান্নি ইসমুন অর্থাৎ কু ধারণা পাপ বিশেষ।

যুগ ইমাম হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, "পাপ কু-ধারণা থেকে সৃষ্টি হয়। কুরআন শরীফকে আদ্যপান্ত পাঠ করলে অবগত হওয়া যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা সম্বন্ধে কু-ধারণা পোষণ করা উচিৎ নয়। আল্লাহ্ তা'লার আঁচল ত্যাগ কোর না। তাঁর নিকট সাহায্য চাও। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক ক্ষেত্রে মোমেনকে সাহায্য করেন আর বলেন যে, আমি—এক্ষেত্রে তোমার সাথে আছি। আর এর জন্যে তিনি একটি ফুরকান (অর্থাৎ সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী) দেন। যে ব্যক্তি তাঁর প্রতিশ্রুতিসমূহের ওপর ভরসা করে না সে কু-ধারণা পোষণ করে। যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি সু-ধারণা পোষণ করে তিনি তার প্রতি ধাবিত হন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি কু-ধারণা পোষণ করে সে নিজের জন্যে অন্য কোন উপাস্য গ্রহণ করতে ব্যাগ্র হয় আর আশীর্বাদিতার লিপ্ত হয়ে যায়।" যদি আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব এবং তাঁর গুণাবলীর ওপর ঈমান নিয়েও মানুষ তাঁর ওপর ভরসা না করে, তাঁর প্রতিশ্রুতিসমূহের ওপর স্বস্তি লাভ না করে অবশ্যই সে কু-ধারণার মধ্যে লিপ্ত হয়। আঁ-হযাত (সাঃ) এ সম্বন্ধে বলেছেন, "ইহা মানুষকে শির্কের দিকে নিয়ে যায়'। মানুষের ঈমান আর ঈমান থাকে না। আর ঈমানদারের যে মর্যাদা লাভ হয় তাথেকেও তাকে বঞ্চিত করা হয়। বিশেষ করে এমন সব মোমেন ব্যক্তি যে নিজেই খোদার নিকটে থাকে আর খোদাও তাকে নৈকট্য প্রদান করেন এবং স্নেহের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন তারাও কু-ধারণার কারণে ধ্বংস প্রাপ্ত হন। এর ভুরি ভুরি প্রমাণ ধর্মের ইতিহাসে রয়েছে। সুতরাং যে কোন অবস্থায়—সহায় সম্পদে বা বিপদে-আপদে আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের বিশ্বস্ততা রক্ষা করা দরকার আর বদযন্নি বা কু-ধারণা থেকে বেঁচে থাকা দরকার।

কেবল আল্লাহ্র বেলায়ই নয় সামাজিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়েও বদযন্নি থেকে বেঁচে থাকার প্রয়োজন কেননা ইহা সামাজিক সম্প্রীতি, অখণ্ডতা ও ঐক্যকে বিনষ্ট করে। তাছাড়া আমরা বয়াতের সময়ে এই ওয়াদা করেছি যে, বদযন্নি করবো না। আমরা যদি বয়াতের শর্তের ওপর কায়েম না থাকি তাহলে যেদিন আমরা খোদা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হবো তখন আল্লাহ্র নিকট লজ্জা পেতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা এথেকে আমাদের রক্ষা করুন।

31st July, 1992

আহ্‌মদী

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
নির্বাহী সম্পাদক ঃ আলহাজ এ, টি, চৌধুরী

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the p oprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan
Executive Editor : Alhaj A. T. Chowdhury